হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯ | নবম বর্ষ | ত্রয়োবিংশ সংখ্যা

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে, সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধ সূচী

দোয়া	...	...	...	৪৯৩	
অমৃত বাণী	...	...	...	৪৯৪	
তাহরীক-জদীদের ষষ্ঠ বর্ষ	...	...		৫০৩—৫	
পণ্ডিত রুদ্রদেব-জি শাস্ত্রির ইসলাম গ্রহণ	...			৫০৬—৭	
ঢাকায় সর্ব্ব-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক-দিবস	...			৫০৭	
খেলাফত জুবিলী কন্‌ফারেন্সের প্রোগ্রাম	...			৫০৮	
তাহ্‌রিক-জদীদের ষষ্ঠ বর্ষের ওয়াদা	...			৫০৯	
হজরত রসুল করীমের (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী—শেষ যুগের মোসলমানগণের অবস্থা	...	...		৫০৯	
বর্ত্তমান যুগের আলেম ও মোসলেম সমাজ সম্বন্ধে কতিপয় স্বীকার উক্তি...	...	...		৫০৯	
শোক সংবাদ	..	...	...	৫০৯	
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক রিপোর্ট	...	...	...	৫১০—১৪	

বানারস নেসনেল্ ইউনির্ভাসিটির প্রফেসার

লক্ষ্ণৌনিবাসী সুবিখ্যাত পণ্ডিত রুদ্র দেব-জি শাস্ত্রীর

ইসলাম গ্রহণ করতঃ আহ্‌মদীয়া সঙ্ঘে যোগদান

বিস্তারিত বিবরণ ৫০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাদিয়ানে

বিশ্ব-আহমদীয়া মহা-সম্মিলনী ও জুবিলী কন্‌ফারেন্স

২৬শে, ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ কাদিয়ানে বাৎসরিক আহ্‌মদীয়া সম্মিলনী উপলক্ষে দুনিয়ার চতুষ্কোণ হইতে বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার সত্যানুসন্ধিৎসু লোকের সমাবেশ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এবারকার সম্মিলনীর একটী মহা বৈশিষ্ট রহিয়াছে। এবারকার সম্মিলনী কেবল বাৎসরিক সম্মিলনীই নয়। এই সম্মিলনীতে আহমদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বৎসর এবং ইহার বর্ত্তমান খলিফার খেলাফতের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে মহা জুবিলী উৎসবও সম্পাদিত হইবে। অতএব এখন হইতেই তথায় দুনিয়ার চতুর্দ্দিক হইতে লোক-সমাগমের মহা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল বন্ধুগণ এই পুণ্যানুষ্ঠানে যোগদান করিতে প্রস্তুত হউন! প্রস্তুত হউন!!

বিস্তারিত বিবরণ ও প্রগ্রাম ৫০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তবলীগের সহায় "আসমানী আওয়াজ"

পুস্তিকাকারে প্রকাশিত—মূল্য প্রতি কপি এক পয়সা

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, আহমদীয়া লাইব্রেরী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নবম বর্ষ } ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯ { ত্রয়োবিংশ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلی علی رسوله الكريم

দোয়া

[হজরত রসুল করীমের (সাঃ) হাদিস হইতে]

হজ্ব বা তীর্থ সম্পাদন কালে

এহ্‌রাম বাঁধিবার সময় *

اللهـم إِنِي اسئلك رِضاک والجنة واسئلك
العفو برحمتك مِن النّار —

—"হে আল্লাহ্! আমি তোমা হইতে তোমার 'রেজা' (সন্তোষ) ও 'জান্নাত' (স্বর্গ) চাই এবং তোমার অপার কৃপায় অগ্নি (নরক) হইতে ক্ষমা চাই।"

রুকন-এমানির সময় *

اللهـم إِنِي اسئلك العفو والعافِية فِی الدنيا
والاخرة - ربنا اتنا فِي الدنيا حسنة وفِی الاخرة
حسنة وقنا عذاب النّار —

—"হে আল্লাহ্! তোমা হইতে ইহকাল-পরকালে ক্ষমা ও আরাম চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে ইহ পরকালে সুখ-শান্তি প্রদান কর এবং আমাদিগকে পরকালের 'আজাব' বা অশান্তি হইতে রক্ষা করিও।"

ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপরে *

رب اغفر وارحم انت الاعز الاكرم —

—"হে 'রাব্'! ক্ষমা কর এবং দয়া কর; তুমি অতি উচ্চ ও মহান।"

আরফাতের ময়দানে *

اللهم اهدِنا بالهدی وزيِنا بِالتقوی واغفر لنا
فِي الاخِرة والاولی - اللهـم إِنِي اسئلك رزقا
حلالا طيبا مبارکا - اللهـم ما احببت مِن خيـر فحببه
الينا ويسِره لنا وما کرهت مِن شر فکرهه الينا ولا
حببنا ه ولا تنزع منا الاسلام بعد اذ هديتنا —

—"হে আল্লাহ্! আমাদিগকে 'হেদায়ত' প্রদান করতঃ সৎ-পথে চালিত কর এবং আমাদিগকে 'তাক্ওয়া' বা ধর্ম্মপরায়ণতা দ্বারা সুশোভিত কর এবং আমাদিগকে ইহ-পরকালে 'মাগ্‌ফেরাত' বা ক্ষমা ও আশ্রয় প্রদান কর। হে আল্লাহ্! আমি 'হালাল্' (বৈধ), 'তাইয়ব্' (রুচিকর ও স্বাস্থ্যকর) ও 'মোবারক' (আশীষযুক্ত) 'রেজেক' (জীবিকা বা আহার্য্য ও পানীয়) প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্! যে ভাল জিনিষ বা বিষয় তুমি পছন্দ কর তাহার জন্য আমার হৃদয়ে অনুরাগ সৃষ্টি কর এবং তাহা আমার জন্য সহজ-লভ্য করিয়া দাও এবং যে খারাপ জিনিষ বা বিষয় তুমি ঘৃণা কর তাহার প্রতি আমার হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি কর এবং তৎ প্রতি আমার হৃদয়কে আসক্ত করিও না, এবং আমাকে 'হেদায়ত' দান করার পর আমা হইতে ইসলাম ছিনাইয়া নিও না।"

* হজের অনুষ্ঠান বিশেষ—সঃ আঃ

অমৃত বাণী

[হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)]

প্রকৃত স্বর্গ কি এবং কোথায়

"স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই পার্থিব জীবনে উচ্চতম আধ্যাত্মিক স্তর এই যে, মানুষ খোদাতা'লাতেই আরাম অনুভব করে এবং খোদাতেই তাঁহার সকল শান্তি, আনন্দ ও সুখ অনুভূত হয়। এই অবস্থাকে অন্য কথায় স্বর্গীয় জীবন বলা হয়। এই অবস্থায় মানুষ তাহার পূর্ণ নিষ্ঠা, সরলতা ও বিশ্বস্ততার প্রতিদানে এক নগদ বেহেস্ত বা স্বর্গে প্রবেশ করে। অন্যান্য লোক ভবিষ্যৎ স্বর্গের প্রতি চাহিয়া থাকে, আর এই সকল লোক বর্ত্তমানেই স্বর্গে প্রবেশ করে। এই স্তরে উপনীত হইয়া মানুষ উপলব্ধি করে যে, যে 'এবাদত' বা উপাসনার ভার তাহার মস্তকোপরি ন্যস্ত করা হইয়াছিল তাহা প্রকৃত-পক্ষে এরূপ এক খাদ্য যাহা তাহার আত্মার ভরণ-পোষণ করে এবং যাহা তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান নির্ভর এবং যাহার ফল-লাভ অন্য কোন জগতের উপর নির্ভর করে না। এই স্তরে এই জিনিষ লাভ হয় যে, 'নফ্‌সে-লাওয়াম্মা' যাহা মানুষের অপবিত্র জীবনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে,—অথচ সৎ-আকাঙ্খা-সমূহকে উত্তমরূপে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না এবং কু-প্রবৃত্তিগুলির প্রতি সত্যি-কারের ঘৃণার উদ্রেক করিতে পারে না এবং পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবার শক্তিও প্রদান করিতে পারে না,—তাহা এক পবিত্র 'তাহরিক' বা প্রেরণায় পর্য্যবসিত হইয়া 'নফ্‌সে-মুত্‌মাইন্নার' ভরণ পোষণ আরম্ভ করে। এই স্তরে উপনীত হইলে পর মানুষের পূর্ণ 'ফালাহ্‌' বা সাফল্য লাভের সময় হয়। এই অবস্থায় যাবতীয় কু-প্রবৃত্তি স্বতঃই দমিত হইয়া যায় এবং 'রুহ্‌' বা আত্মার এরূপ এক শক্তি লাভ হয় যে, মানুষ পূর্ব্বকার দুর্ব্বলতা-গুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। এই সময় মানুষের প্রকৃতিতে এক মহা বিপ্লব আসে এবং তাহার আচার-ব্যবহারে এক মহা পরিবর্ত্তন সৃষ্টি হয় এবং মানুষ আপন পূর্ব্ব অবস্থা হইতে বহু দূরে যাইয়া পড়ে। যাবতীয় অপবিত্রতা বিধৌত ও পরিষ্কৃত হইয়া যায় এবং খোদা তাহার অন্তরে স্বহস্তে পুণ্যের প্রতি এক অনুরাগ লিপিবদ্ধ করিয়া দেন এবং পাপের আবর্জ্জনা তাহার হৃদয় হইতে স্বহস্তে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। সত্যবাদীতার সকল ফৌজ তাহার হৃদয়রূপ নগরীতে প্রবেশ লাভ করে এবং তাহার প্রকৃতির যাবতীয় স্তরে সাধুতার অধিকার বিস্তৃত হয়। সত্য বিজয় মাভ করে, অসত্য অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। এই ব্যক্তির হৃদয়ে খোদার হাত থাকে এবং তাহার প্রত্যেক পদবিক্ষেপ খোদার ছায়া তলে চলে। এই বিষয়ের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াই খোদাতা'লা বলিয়াছেন—

اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه وزینه فی قلوبهم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الرشدون - فضلا من الله ونعمة ط والله علیم حکیم - جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا -

---

বিনা অপারেশনে চক্ষু রোগের চিকিৎসা

আপনার চক্ষে ছানি হইয়া থাকিলে বিনা-অপারেশনেই আমাদের ঔষধ ব্যবহারে ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবেন। ঔষধ কেবল খাইতে হয় ও চক্ষে লাগাইতে হয়। অপারেশন হইয়া থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবহারে উপকার পাইবেন। কারণ এই ঔষধ ব্যবহারের পর কোন চশমা ব্যবহারের আবশ্যক হয় না। চিঠি লিখিয়া বিস্তারিত অবগত হউন। এক মাসের ব্যবহার্য্য ঔষধের মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

ডাঃ মাহবুবুর রাহমান বাঙ্গালী এইচ-এম-বি, বেঙ্গল হোমিও ফার্ম্মেসী, কাদিয়ান, পাঞ্জাব।

তাহরিক-জদীদের ষষ্ঠ বর্ষ
আর্থিক কোরবানীর আহ্বান

হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ)
২৪শে নবেম্বর তারিখের খোৎবার সার-মর্ম্ম

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন ঃ—

তাহরিক-জদীদের পাঁচ বৎসরের মেয়াদ আজ শেষ হইতেছে। প্রত্যেক বৎসর প্রায় এরূপ সময়েই আমি নূতন বৎসরের তাহরিক ঘোষণা করিয়া থাকি। আমার বিশ্বাস তাহরিক-জদীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমি এত পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছি যে, এখন আর দীর্ঘ বক্তৃতার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা নিজেদের দায়িত্ব বুঝেন, যাঁহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ ও আশীষ লাভের আকাঙ্ক্ষা আছে তাঁহাদের জন্য আর অধিক কোন তাহরিকের আবশ্যক নাই। তাঁহারা ইহার উপকারিতা উত্তমরূপে উপলব্ধি করেন এবং তাঁহারা ইহাও অবগত আছেন যে, এই তাহরিকের সাহায্যে এরূপ এক স্থায়ী ফাণ্ড গঠন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে যাহা চিরকালের জন্য না হইলেও অন্ততঃ বর্ত্তমানে কিছুকালের জন্য তবলীগের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবে। অবশ্য ভবিষ্যতের প্রয়োজনের শতাংশের জন্যও এই ফাণ্ড যথেষ্ট হইবে না। খৃষ্টানগণ এক ভ্রান্ত 'আকীদা' বা ধর্ম্ম-মত প্রচারের জন্য কোটি কোটি টাকা বৎসর খরচ করিতেছে। কিন্তু এই তাহরিকের অধীনে কোন ফাণ্ড গঠন করিলে তাহা এত অল্প হইবে যে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হইবে না। আজ আমাদের জমাতের লোক সংখ্যা কয়েক লক্ষ মাত্র। অতএব এই জমাতের প্রচেষ্টায় কয়েক লক্ষ টাকার ফাণ্ডই গঠিত হইতে পারে। কিন্তু এই জমাতের লোক-সংখ্যা যখন কোটি কোটি হইবে তখন কোটী কোটি টাকাও এই জমাত খরচ করিবে, যখন অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ হইবে তখন অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ টাকা তাহারা তবলীগ কার্য্যে খরচ করিবে।

আমাদের এই জমাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ মোসলমানদের 'তরবীয়ত' বা সংগঠন করা এবং তৎপর অমোসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা এবং ইসলামের প্রচারের পথে যে বাধা আছে তাহা দূরীভূত করা এবং নূতন ভাবে ইসলামের উন্নতি-বিধান করা এবং হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) এল্‌হাম বা ঐশীবাণী মূলক উপদেশ অনুযায়ী এই প্রচেষ্টাকে সেই কাল পর্য্যন্ত জারী রাখা যে-পর্য্যন্ত-না দুনিয়াতে কেবল আহমদীয়তই আহমদীয়ত দৃষ্টিগোচর হয় এবং অবশিষ্ট লোকগণ হীন জাতি-সমূহের ন্যায় অতি নগণ্য হইয়া যায়। **আল্লাহ্‌তা'লা হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) 'এল্‌হাম' (ঐশীবাণী) দ্বারা জানাইয়াছেন যে, তিন শত বৎসরের মধ্যে আহমদীয়ত বৃদ্ধি লাভ করিতে করিতে এরূপ স্তরে উপনীত হইবে যে, জগতে কেবল আহমদীদেরই প্রাধান্য থাকিবে।** আর যাহারা এই জমাতের বাহিরে থাকিবে তাহারা এত স্বল্প-সংখ্যক ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, যেমন আজকাল ভারতবর্ষের তথা-কথিত নীচ জাতি-সমূহের অবস্থা। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন যাদুর সাহায্যে হইবে না। এরূপ হইবে না যে, আকাশ হইতে আল্লাহ্‌তা'লার ফেরেস্তা আসিয়া যাদুকরের ন্যায় যষ্ঠী সঞ্চালন করিবে এবং সমস্ত জগতে আহমদীয়তের প্রাধান্য বিস্তৃত হইবে। বরং ইহা চিরন্তন নিয়ম অনুযায়ীই হইবে। স্বর্গীয় জমাত-সমূহের উন্নতি যে-পদ্ধতিতে হয় এই জমাতের উন্নতিও সেই পদ্ধতিতেই হইবে, এবং তাহা আমাদের প্রচেষ্টা ও কোরবাণী দ্বারা হইবে। কিন্তু খোদাতা'লা যেহেতু ইহা সিদ্ধান্ত ও নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাই ইহা হইবেই হইবে। কেহ কেহ বলে যে, জমাতে দুর্ব্বল লোক রহিয়াছে, ইহার উন্নতির গতি ধীর, ইহা কেমন করিয়া সমস্ত জগতে বিস্তারিত হইবে, ইহারা কেমন করিয়া জগতে এরূপ মহা পরিবর্ত্তন সাধন করিবে?

কিন্তু প্রশ্ন এই নয় যে, আমাদের অবস্থা কেমন, বা আমাদের শক্তি কত, প্রশ্ন বরং এই যে, খোদাতা'লা এরূপ করিবার জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; অতএব তিনি স্বয়ং এরূপ

লোক সৃষ্টি করিয়া দিবেন যাহারা দুনিয়ার অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবেন। অতএব আমাদের বর্ত্তমান প্রচেষ্টার কোন প্রশ্ন এখানে নাই, এখানে প্রশ্ন এই যে, খোদাতা'লা এই বীজকে বর্দ্ধিত করিয়া এরূপ উদ্যানে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে-উদ্যানের ছায়া তলে সমস্ত জগৎ-বাসী শান্তি ভোগ করিবে। কোন জিনিষ যখন উন্নতি করে তখন প্রথম অবস্থায় উহা ক্ষুদ্র থাকে, কিন্তু খোদাতা'লার সাহায্য উহার সঙ্গে থাকিলে ক্রমে ক্রমে উহা বর্দ্ধিত হয়। লোকাট এক গাছ আছে। ইহা পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না। ইউরোপ বা জাপান হইতে কেহ ইহাকে সর্ব্বপ্রথম এখানে আনে। আজ ইহা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মাল্‌টা আমাদের দেশে ছিল না। কেহ বিদেশ হইতে ইহাকে এদেশে আনে। আজ ইহা ভারতের সর্ব্বত্রই দ্রষ্টব্য। এইরূপ আরো কয়েক জাতীয় ফল-ফসল আছে যাহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে কেহ জানিত না, কিন্তু আজ তাহা সুপরিচিত।

বস্তুতঃ যে-জিনিষই বৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে তাহাই প্রথমতঃ কম থাকে। একটি বীজ বাড়িতে বাড়িতে এক ক্ষেত হইয়া যায় এবং পরে সমস্ত দেশে উহার চাষ আরম্ভ হয়। একটি গল্প প্রসিদ্ধ আছে। সত্য মিথ্যা জানি না। কথিত আছে, জনৈক ফরাসী কন্‌ষ্টান্টিনোপলে শাহী-বাগে চাকরী করিত। তুরস্কে ফুল খুব ভাল হয় এবং বহুল পরিমানে হয়। বাদশাহ্‌র বাগানে এক অতি উত্তম রকমের ফুলের গাছ ছিল। সেই ভৃত্য সেই ফুলের একটি বীজ চুরি করিয়া নিয়া ফ্রান্সে তাহার চাষ করিল। যখন গাছে ফুল ধরিতে লাগিল তখন সেখানকার আমীর-ওমরা লোকগণ ইহার বীজ চাহিয়া এক একটি বীজের জন্য এক এক পাউণ্ড (১৫৲ টাকা) দিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু সে এই মূল্যেও তাহা দিতে সম্মত হইল না। অতঃপর তাহা হইতে বীজ নেওয়ার জন্য এক কমিটি গঠন করা হইল। সেই কমিটি তাহাকে বিশ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তাব করিল। কিন্তু তবু সে বীজ দিতে রাজি হইল না। অবশেষে এক চালাক লোক তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সে 'ফারগল' অর্থাৎ লোম-বিশিষ্ট কোট পরিয়া গেল। সে যাইয়া সেই ফুল গাছের নিকট দাঁড়াইয়া মালিকের সঙ্গে দরাদরি করিতে লাগিল। কথা বলিতে বলিতে সে দুই তিন বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল এবং এরূপ ভাবে 'ফারগল' কোটকে সঞ্চালন করিল যে, তাহা সেই গাছে লাগিতে লাগিল। সে বাড়ী আসিয়া কোট ঝাড়িল। তখন উহা হইতে দুই তিনটি বীজ ঝরিয়া পড়িল। সে তাহা বপন করিয়া দিল এবং তাহা হইতে গাছ জন্মিল এবং এইরূপে উহার বীজ দেশে ছড়াইয়া পড়িল।

বস্তুতঃ একটি বীজও সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। আর অল্লাহ্‌তা'লা যখন কোন বস্তুকে বৃদ্ধি করিতে চান তখন উহার স্বল্পতা বা ক্ষুদ্রতার প্রতি লক্ষ্য করেন না। আজ আমাদের জমাত অতি স্বল্প-সংখ্যক ও দুর্ব্বল। এমন কি, জমাতেরই কতিপয় দুর্ব্বল লোক চমৎকৃত হইয়া বলে যে, ইহা কেমন করিয়া সারা দুনিয়া জয় করিবে! কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কোন্ জিনিষ এমন আছে যাহা প্রথমই বড় হইয়া আরম্ভ হইয়াছিল? আল্লাহ্‌তা'লা কি সমস্ত মানুষকে একই দিনে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আদম সৃষ্টি কালে যদি আর কোন সৃষ্টি বিদ্যমান থাকিত এবং খোদাতা'লা তাহার সামনে বলিতেন, "আদমকে আমি এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, যেন পৃথিবী মানুষে ভরিয়া যায়"—তবে সেই সৃষ্ট জীব আশ্চর্য্য হইয়া বলিত, "ইহা পাগল সুলভ কথা!" কিন্তু আজ পৃথিবীতে লোক-সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বড় বড় অর্থনীতিবিদগণ এ বিষয় নিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতেছে যে, মানুষ খাইবে কোথা হইতে? আদম-সৃষ্টিকালে "মানুষ খাইবে কোথা হইতে?" এ প্রশ্ন কল্পনাও করা যাইত না। কিন্তু এখন অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, আজ বিশ পঁচিশ বৎসর হইল অর্থনীতি-বিশারদগণ এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন যে, "ভূমি কম, লোক বেশী, এখন ভরণ-পোষণের কি ব্যবস্থা হইবে?" তাহারা একথা ভাবেন নাই যে, যে-ভাবে আল্লাহ্‌তা'লা মানুষ বাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই ভাবে তিনি তাহাদের আহার বাড়াইবারও ব্যবস্থা করিবেন এবং জীব মাত্রেরই 'রিজিক' (জীবিকা) তাঁহারই জিম্মায়। এমন কোন জীব নাই যাহার 'রিজক' খোদাতা'লার জিম্মায় নয়। তাহারা জীবিকা সরবরাহের কাজকে নিজেদের মনে করিয়া নিয়াছেন, যেন খোদাতা'লা তাঁহার খোদায়ী তাহাদের হস্তে সোপর্দ্দ করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ প্রত্যেক দেশে কৃষির উন্নতির চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে এবং ১৯২৯ সনে দুনিয়ায় এত ফসল উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহার ফলে ফসলের দাম এত শস্তা হইয়া গিয়াছে যে, পুনরায় প্রশ্ন উঠিয়াছে, কৃষকগণ কেমন করিয়া জীবন যাপন করিবে?

বিগত যুদ্ধে গমের মূল্য বাড়িয়া মন-প্রতি আট টাকা হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২৯ সনে কমিতে কমিতে মন-প্রতি দুই টাকা হইয়াছিল। এবং কার্পাসের মূল্যও সাতাইশ টাকা মন হইতে কমিয়া চার পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এই রূপে আল্লাহ্‌ তা'লা তাহাদিগকে অর্থাৎ (অর্থনীতি-বিশারদগণকে) মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি ফসল এত বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন যে, লোক তাহা বিক্রি করিবে কোথায় সে-জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িবে। ফলতঃ অতঃপর কতিপয় কমিটি গঠিত হইয়া ফসলের চাষ কমাইবার বিষয় চিন্তা করিতেছে। বস্তুতঃ রবারের চাষ বিভিন্ন দেশে কমাইয়া দেওয়া ইইয়াছে, অথচ কিছুকাল পূর্ব্বে বলা হইত যে, রবারের চাষ যত অধিক বৃদ্ধি করা যায় ততই ভাল। এই রূপে কার্পাসের চাষ কমাইবার আইন পাস করা হইয়াছে এবং আমেরিকা তাহা শতকরা পঁচিশ ভাগ কমাইয়া দিয়াছে। অন্যান্য দেশও এইরূপে কমাইয়া দিয়াছে।

বস্তুতঃ কোন জিনিষ বৃদ্ধি করিবার বা কমাইবার ক্ষমতা আল্লাহ্‌ তা'লার হাতে। যখন তিনি কোন জিনিষ বাড়াইতে চান তখন উহার বীজকে বৃদ্ধি করিয়া দেন। বীজ যখন একটি থাকে তখন মানুষ জিজ্ঞাসা করে—"উহা হইতে শত শত কেমন করিয়া হইবে?" যখন শত শত হয় তখন জিজ্ঞাসা করে—"সহস্র সহস্র কেমন করিয়া হইবে?" এই রূপে সহস্র হইতে লক্ষ এবং লক্ষ হইতে কোটি এবং কোটি হইতে অর্ব্বুদ কেমন করিয়া হইবে তৎ-সম্বন্ধে লোক সংশয় বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'লা এই রূপেই বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) যখন দাবী করেন তখন জগতের লোক বিস্ময় বোধ করিয়াছিল যে, এক হইতে দুই কেমন করিয়া হইবে? অপর কেহ তো এই 'আকায়েদ' বা মতবাদ গ্রহণ করিবে না। কিন্তু কয়েক জন লোক যখন গ্রহণ করিলেন তখন লোক বলিতে লাগিল যে, চল্লিশ পঞ্চাশ জন পাগল তো দেশে হইতে পারে, কিন্তু ইহাই শেষ সীমা, এতদাধিক হইতে পারে না। যখন আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অনুবর্ত্তী-সংখ্যা শত শত হইয়া গেল তখন লোক বলিতে লাগিল, "দুনিয়াতে পাগল ছাড়া কতিপয় বেকুফও আছে, কিন্তু সমস্ত জগৎ-বাসী তো বেকুফ নয়, তাই তাহাদের সংখ্যা আর বৃদ্ধি পাইবে না।" যখন সংখ্যা সহস্র সহস্রে পরিণত হইল তখন লোক বলিতে লাগিল, "কতিপয় সমজদার লোকও তো ধোকা খাইতে পারে, কিন্তু এখন আর বাড়িয়া লক্ষে পরিণত হইতে পারিবে না।" কিন্তু এখন যখন লক্ষে পরিণত হইয়া গেল, এখন বলিতেছে, "কোটি কোটি কেমন করিয়া হইবে?" তাহারা একথা বুঝে না, যেমন শত হইতে সহস্র এবং সহস্র হইতে লক্ষ হইয়াছে তেমনি লক্ষ হইতে কোটি এবং কোটি হইতে অর্ব্বুদে পরিণত হইতে পারে। খোদাতা'লার 'ফজল' অবতীর্ণ হইয়া ইহাকে বৃদ্ধি করিবে, এবং কে আছে যে, খোদাতা'লার ফজলকে রোধ করিতে পারে?

তদ্রূপ এই তাহরিকের ভিত্তিও আজ কয়েক হাজার টাকার উপর স্থিত। যে-চাঁদা আসে তাহা হইতে প্রয়োজনীয় খরচ করিয়া যাহা বাঁচে তদ্বারা ষাট সত্তর হাজার টাকার স্থায়ী ফাণ্ডই মাত্র গঠন করা যায়। বর্ত্তমানে যে কয়েকটি মিশন কায়েম করার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রহিয়াছে এবং যাহার জন্য এখন মোজাহেদগণকে ট্রেনিং দেওয়া হইতেছে (অর্থাৎ বেশীর পক্ষে পঁচিশ ত্রিশটি মিশন হইবে) এই ফাণ্ড তজ্জন্য যথেষ্ট হইবে। কিন্তু খৃষ্টানদের প্রচেষ্টার তুলনায় ইহা কিছুই নয়। বর্ত্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে পঁয়ষট্টি হাজার খৃষ্টান প্রচারক কাজ করিতেছে। অতএব ইহাদের তুলনায় আমাদের পঁচিশ ত্রিশ জন মোবাল্লেগ দ্বারা কি হইবে! কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে যে, খোদাতা'লা আমাদিগকে নিশ্চয়ই উন্নতি দান করিবেন। যেমন করিয়া তিনি এই পরিমাণ স্থায়ী ফাণ্ড গঠন করার যোগাড় করিয়া দিয়াছেন (প্রথমতঃ এই ফাণ্ডে এক টাকাও ছিল না) তেমনি উহাকে আরো বৃদ্ধি করিতে পারেন। নিশ্চয়ই তিনি কোন সময় ইহাকে লক্ষ, কোটি বা অর্ব্বুদে পরিণত করিবেন এবং **এরূপ এক সময় আসিবে যখন আমাদের তবলীগী ফাণ্ড দুনিয়ার বড় হইতে বড় গবর্ণমেণ্টের ধনাগার হইতে বৃহত্তর হইবে।** আল্লাহ্‌-তা'লার যেমন এই ওয়াদা রহিয়াছে যে, তিনি আহমদীয়তকে এমন উন্নতি দান করিবেন যে, সমস্ত জগতের জাতি-সমূহ মিলিত হইয়াও ইহার তুলনায় নগণ্য হইবে, তেমনি তিনি ইহার ফাণ্ডকেও দুনিয়ার গবর্ণমেণ্টসমূহের ট্রেজারি হইতে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং নিশ্চয়ই তিনি তাহা বাড়াইয়া দিবেন।

মোহম্মদীয় মসিহ নাসেরী মসিহ হইতে সব দিক দিয়াই বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়। মসিহ নাসেরীর কৌম তাহাদের উন্নতির পরাকাষ্ঠার সময় পঁয়ষট্টি হাজার মোবাল্লেগ সৃষ্টি করিয়াছে, অতএব আহমদীয়ত আপন উন্নতির সময় ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ পঁয়ষট্টি

লক্ষ মোবাল্লেগ পেশ করিবে। এতদ্ব্যতীত অধিক হইতে অধিক 'ওলামা' হওয়ার আবশ্যকও রহিয়াছে। কারণ ওলামাদের কাজ কেবল তবলীগ বা প্রচার করা নয়, বরং তালীম-তরবীয়ত বা শিক্ষাদান ও চরিত্র-গঠনও তাহাদের কাজ বটে। প্রকৃত তালীম-তরবীয়তের জন্য কয়েক শত লোকের মধ্যে একজন 'আলীম' বা বিজ্ঞ ব্যক্তি থাকা একান্তই আবশ্যক। প্রত্যেক শত বা দেড় শত লোকের মধ্যে একজন আলীম না হইলে উচিত-মত তরবীয়ত হইতে পারে না। কোন কৌম যখন বৃদ্ধি লাভ করে, তখন যদি তাহাদের তরবীয়তের ব্যবস্থা না থাকে তবে সেই কৌম অবনতির দিকে যায়। কেহ কেহ বলে যে, অমুক জমাতে অমুক সময় 'এখলাস' বা ধর্ম্ম-নিষ্ঠা অধিক ছিল, এখন তত নাই। তাহারা একথা ভাবে না যে, তখন সেই জমাত ছোট ছিল, বা সেখানে তখন যে বিশিষ্ট লোকটি ছিলেন তিনি এখন নাই এবং ফলে তাহাদের তরবীয়তের এখন সেরূপ ব্যবস্থা নাই।

পূর্ব্বে এক এলাকায় একজন মোবাল্লেগ যাইতেন, তথায় কয়েক জন আহমদী থাকিত; কাজেই তিনি তাহাদের জন্য অধিক চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন প্রত্যেক এলাকায়ই জমাত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই তরবীয়তে ত্রুটি থাকিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত যে-পদ্ধতিতে আমরা এতকাল মোবাল্লেগ প্রস্তুত করিয়াছি তাহাতে প্রকৃত তরবীয়ত হইতেও পারে না। মোবাল্লেগ প্রস্তুত করার প্রকৃত পন্থা হইল ঐটি যাহা আমি বর্ত্তমানে তাহরিক-জদীদে অবলম্বন করিয়াছে। অর্থাৎ এরূপ মোবাল্লেগ হইতে হইবে, যাহারা বিনা বেতনে কাজ করিবে এবং সিলসিলার উপর বোঝ হইবে না। খোদাতা'লার ফজলে এই প্রচেষ্টায় আমরা কৃতকার্য্য হইতেছি। বর্ত্তমানে ইহা বীজের অবস্থায় আছে বলিয়া ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না। ইহা প্রথম দিবসের চন্দ্র স্বরূপ; কেবল সূক্ষ্ম দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণই এখন ইহাকে দেখিতে সক্ষম। বর্ত্তমানে আমাদের চেষ্টা একেবারেই মামুলি। কিন্তু তথাপি আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে আমাদের 'শান্‌দার' কৃতকার্য্যতা লাভ হইতেছে। বন্ধুগণ 'আল্‌ফজল' পত্রিকায় মিসরের 'আল্‌ফাতাহ' পত্রিকার এক প্রবন্ধের অনুবাদ * পাঠ করিয়া থাকিবেন। মিসরের পত্রিকাসমূহের মধ্যে এই পত্রিকাটি আমাদের সিলসিলার কঠোরতম 'মোখালেফ্‌' বা বিরুদ্ধাচারী এবং আমাদের বিরুদ্ধে নেহায়ত জঘন্য 'এল্‌জাম' বা দোষ অরোপ করে। যাহারা ঐ সকল এল্‌জামের কথা জ্ঞাত আছেন তাহারা এই প্রবন্ধ দেখিয়া অবাক হইবেন যে, উহা কেমন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিল! উহা লিখিয়াছে যে, সমস্ত মোসলেম জগৎ একত্রিত হইয়াও ইসলামের খেদমতের জন্য ততটুকু কোরবানী করিতেছে না যাহা এই মুষ্টিমেয় জমাত করিতেছে।

একবার চিন্তা করিয়া দেখ, ইহা কত বড় সার্টিফিকেট! এক কঠোরতম 'মোখালেফ্‌' স্বীকার করিতেছে যে, এই জমাত ইসলামের বে-নজীর বা অতুলনীয় খেদমত করিতেছে। উহা একথা বলে না যে, এক জন আহমদী এক শত বা দুই শত বা এক হাজার গয়ের-আহমদী মোসলমানের সমান; বরং ইহা একথা বলে যে, সমস্ত জগতের মোসলমানগণ—যাহাদের মধ্যে বাদশাহ বা বড় বড় ওমরাহ রহিয়াছেন, মিলিত হইয়াও ইসলামের জন্য সেই খেদমত ও কোরবানী করিতেছে না যাহা এই জমাত করিতেছে।

বস্তুতঃ খোদাতা'লার ফজলে সর্ব্বত্রই আমাদের 'রউব্‌' বা প্রভাব কায়েম হইতেছে। আরবীতে একটি কথা প্রচলিত আছে—الفضل ما شهدت به الاعداء—অর্থাৎ 'ফজিলত' বা শ্রেষ্ঠত্ব তাহাই যাহা শত্রুগণও সাক্ষ্য দেয়। আমি যখন শাম বা সিরিয়ায় গিয়াছিলাম তখন সেখানকার এক বিখ্যাত সাহিত্যিক আবদুল কাদের আল মাগ্‌রবী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। তিনি যখন দেখা করিতে আসেন তখন অপর এক জন লোক আমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলিতেছিলেন। তিনি বসিয়া কথা-বার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তিকে বলিলেন, "ইহার সঙ্গে তর্ক করিও না, ইনি আমাদের দেশে আসিয়াছেন, আমাদের কর্ত্তব্য তাঁহার সমাদর করা। ধর্ম্ম-বিষয়ক তর্ক তাঁহার সহিত করা আমাদের উচিত নয়। এই তর্কের ফায়দাই বা কি হইবে? তিনি ভারতবর্ষের অধিবাসী, তাহা এক 'জাহেল' (অজ্ঞ) দেশ, সেখানকার লোক কোরান-করীম সম্বন্ধেও অবগত নয়, আরবী ভাষাও অবগত নয়। তাঁহাদের কথার আমাদের উপর কি প্রভাব হইবে? আমাদের মাতৃভাষাই হইল আরবী। অতএব তাঁহার সহিত তর্ক করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়।"

তাঁহার এই কথার উত্তরে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "আপনি স্মরণ রাখিবেন, আমি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া

* বিগত ৩১শে নবেম্বর সংখ্যা আহমদীর ৪৯০ পৃষ্ঠায় ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সঃ আঃ

আপনাদের এখানে আমার মোবাল্লেগ পাঠাইব এবং সেই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইব না যে পর্য্যন্ত-না এখানে জমাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া লন যে, এদেশের লোকও আমাদের কথা গ্রহণ করে।''

ফলতঃ আমি সেখানে মোবাল্লেগ পাঠাই এবং আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে তাঁহার জীবদ্দশায়ই সেখানে জমাত কায়েম হইয়াছে। এখন সিরিয়া, পেলেষ্টাইন ও মিসরে এরূপ 'মোখলেস্‌' বা নিষ্ঠাবান আহ্‌মদী বিদ্যমান্‌ আছেন যাঁহাদের দেখিলে ঈর্ষা হয়। তাঁহাদের মধ্যে এরূপ লোকও আছেন যাঁহাদিগকে আহমদীয়তের কারণে 'কাতল' বা নিহত করা হইয়াছে, এরূপও আছেন যাঁহারা এই কারণে আহত হইয়াছেন, এরূপও আছেন যাঁহাদের ধনসম্পত্তি ও আসবাবপত্র এই কারণে লোট করিয়া নিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাঁহারা 'এস্তেকামাল' বা ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে তবলীগে লাগিয়াই আছেন। আর এখন তো খোদতা'লার ফজলে আহমদীয়ত সর্ব্বত্রই উন্নতি লাভ করিতেছে।

অতএব আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তা'লা এই বীজকে, যাহা আমরা বপন করিতেছি, নিশ্চয়ই 'তরক্কী' দিবেন। আমাদের কর্ত্তব্য কেবল বীজ বপন করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করা।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এখন আমাদের প্রচেষ্টার ৬ষ্ঠ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। এখন আমরা চাঁদা প্রদানের নির্দ্ধারিত সময়ের দিক দিয়া চূড়ায় পৌঁছিয়া নীচে অবতরণ করিতেছি। এ বৎসর আর্থিক কোরবানীর কালের অতীত অংশ ভবিষ্যৎ অংশ হইতে বাড়িয়া যাইবে। এপর্য্যন্ত হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) 'রুইয়া' বা স্বপ্ন অনুযায়ী—যাহা বাহ্যতঃ ইহার উপরই খাটে—৫০০০ জন বন্ধুর ওয়াদা আসিয়াছে। তন্মধ্যে সাড়ে চারি হাজার ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায়ও করিয়া দিয়াছেন,, অবশিষ্ট ওয়াদাকারীগণ আদায় করিতেছেন। এখনো ৩০ শে নম্বের পর্য্যন্ত মেয়াদ আছে। কতিপয় লোক 'মোহলত' বা সময় চাহিয়া নিয়াছেন যে, ডিসেম্বর, বা জানুয়ারী, বা ফেব্রুয়ারী, বা মার্চ্চ মাসে আদায় করিয়া দিবেন। এই রূপে আশা করা যায় যে, পাঁচ হাজার পূর্ণ হইয়া যাইবে, বা কিছু বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু পাঁচ বৎসরের হিসাব ধরিলে এই সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার হয় মাত্র। কারণ কেহ এক বৎসরের, কেহ-বা দুই বৎসরের, কেহ-বা তিন বৎসরের আদায় করেন নাই। অবশ্য তাহারা এখন ওয়াদা করিতেছেন যে, অনাদায়ী বৎসরেরও চাঁদাও নিশ্চয়ই আদায় করিয়া দিবেন। কিন্তু এই 'জাদ-জেহাদ' বা মহা-প্রচেষ্টায় যোগদান-কারীগণের যে লিষ্ট প্রস্তুত হইবে তাহাতে কেবল সেই সকল লোকদেরই নাম থাকিবে যাহারা দশ বৎসরের চাঁদা পূর্ণ করিয়া দিবেন। কেহ কেহ মাফ নিয়াছেন। তাহাদের অবশ্য ওয়াদা-খেলাফের অপরাধ হইবে না. কিন্তু তাহাদের নাম লিষ্টিতে যাইবে না। মাফের অর্থ হইল গোনাহ্‌ হইতে বাঁচিয়া যাওয়া; ইহার অর্থ এই নয় যে, সোয়াবেরও অধিকারী হইবে। সোয়াব তো কেবল কোরবানীর ফলেই লাভ হইতে পারে। অবশ্য যদি কাহারো হৃদয়ে কোরবানীর এতই আগ্রহ থাকে তবে তিনি খোদাত'লার নিকট সোয়াবের ভাগী হইতে পারেন, কিন্তু আমাদের লিষ্টিতে তাঁহার নাম আসিতে পারে না। মাফের অর্থ কেবল প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের গোনাহ্‌ হইতে বাঁচিয়া যাওয়া, সোয়াবের অধিকারী হওয়া নয়।

অতএব লিষ্টিতে কেবল সেই সকল লোকের নামই আসিবে যাঁহারা দশ বৎসরের প্রোগ্রাম পূর্ণ করিবেন এবং এরূপ লোকদের সোয়াবকে আরো দীর্ঘ করিবার উদ্দেশ্যেই আমরা আরো কোন উপায় উদ্ভাবন করিব। সুতরাং এই লিষ্টিতে কেবল তাঁহাদের নামই উঠিবে যাঁহারা শর্ত্ত অনুযায়ী এই তাহরীকে যোগদান করিতে থাকিবেন। অবশ্য যাঁহারা মৃত্যু লাভ করিবেন এবং জীবিত থাকা কালে শর্ত্ত অনুযায়ী চাঁদা দিয়া থাকিবেন তাঁহাদিগকে ইহাতে শেষকাল পর্য্যন্ত শামেল বলিয়াই ধরিয়া নেওয়া হইবে। কোরান করীমে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা ধর্ম্মের সেবা করিতে করিতে মারা যান তাঁহারা জীবিত বলিয়াই গণ্য এবং সেই সকল জীবিত লোকদের সমান সোয়াবই পান যাহারা নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, জেহাদ করেন, বা অন্যান্য পুণ্য কর্ম্ম করেন।

অতএব যাঁহারা মৃত্যু লাভ করিবেন তাঁহাদের সোয়াবে কোন কমি হইবে না। তিনি দশ বৎসরের মেয়াদ পূর্ণকারী বলিয়াই গণ্য হইবেন। নিয়ত অনুযায়ী তিনি সোয়াব পাইবেন।...কিন্তু যিনি জীবিত থাকা কালে স্বেচ্ছায় 'নাগা' করিয়াছেন, তাহাকে ইহাতে শামেল গণনা করা হইবে না। তবে যিনি জীবিত থাকা কালে পূর্ণ ভাবে আদায় করিয়া দিয়া আসিতেছিলেন তাহার সম্বন্ধে এই-ই ধারণা করা হইবে যে, তিনি পূর্ণ ভাবে দিয়াছেন। কিম্বা যাহার আয় কমিয়া

গিয়াছে, বা যিনি শর্ত্তানুযায়ীই চাঁদা কম করিয়াছেন তাঁহারাও ইহাতে শামেল বলিয়া পরিগণিত হইবেন। যথা—যাহারা চাকুরী হইতে পেন্‌সন্ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহারা আয় কমার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদাও শর্ত্তানুযায়ী কম করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের এই কম করাকে কম বলিয়া ধরা হইবে না। কিম্বা যাঁহাদের সম্বন্ধে এমন কোন অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাঁহারা বোঝ বহন করিবার কাবেলই থাকেন নাই—প্রথমতঃ চাঁদা দিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আর্থিক অবস্থার এরূপ অবনতি হইয়াছে যে, চাঁদা প্রদানের ক্ষমতাই থাকে নাই,—এরূপ লোক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া 'ফায়সালা' করা আমাদের ইচ্ছাধীন হইবে। যাঁহারা চাকুরী হইতে পেনশন প্রাপ্ত হইয়াছেন, বা যাহাদের তেজারত হ্রাস পাইয়াছে, তাহাদের অবস্থা তো প্রকাশ্যই। তাঁহারা যদি শর্ত্তানুযায়ী চাঁদা কম করিয়া থাকেন তবে তাহাদের এই কম করাকে কম মনে করা হইবে না। কিন্তু যিনি এই কথা বলিবেন যে, তাঁহার আর্থিক অবস্থা এত অবনতি হইয়াছে যে, তিনি আর হিস্যা গ্রহণ করার যোগ্যই থাকেন নাই, তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া 'ফয়সলা' করা আমাদের ইচ্ছাধীন হইবে। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা মাফ নিবেন তাঁহারা আদায়কারী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। তাঁহারা কেবল 'গোনাহ' হইতে বাঁচিতে পারেন।

যাঁহারা শর্ত্তানুযায়ী চাঁদা দেন তাঁহাদেরও দুইটি শ্রেণী করা হইবে। প্রথম শ্রেণীতে সেই লোকগণ গণ্য হইবেন যাঁহারা প্রত্যেক ইৎসর চাঁদার হার বৃদ্ধি কদিয়া দিতেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সেই লোকগণ হইবেন, যাঁহারা চতুর্থ বৎসর চাঁদা কমাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তৎপর পুনরায় অনবরত বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন। অর্থাৎ কতিপয় লোক এরূপ আছেন, যাঁহারা চতুর্থ বৎসরও কম করেন নাই, তাঁহাদের দ্বিতীয় বৎসরের চাঁদা প্রথম বৎসর হইতে অধিক, এবং তৃতীয় বৎসরের চাঁদা দ্বিতীয় বৎসর হইতে অধিক, এবং চতুর্থ বৎসরের চাঁদা তৃতীয় বৎসর হইতে অধিক এবং পঞ্চম বৎসরের চাঁদা চতুর্থ বৎসর হইতে অধিক ছিল। আমি স্বয়ং চতুর্থ বৎসর চাঁদা হ্রাস করি নাই। কিন্তু কতিপয় লোক এরূপ আছেন যাঁহারা চতুর্থ বৎসর হ্রাস করিয়াছেন, কারণ আমি এরূপ করিবার অনুমতি দিয়াছিলাম; কিন্তু আবার পঞ্চম বৎসর হইতে তাঁহারা বৃদ্ধি করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কারণ তখন আমি পূর্ণ স্কীম ঘোষণা করিয়াছিলাম। তাঁহাদের কম করাকে কম মনে করা হইবে না। চতুর্থ বৎসরের পর যদি তাঁহারা পঞ্চম বর্ষে বৃদ্ধি করিয়া দিয়া থাকেন এবং তৎপর প্রত্যেক বৎসর কিছু না কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিয়া আসেন—এই উভয়বিধ লোক 'সাবেকুন' বা অগ্রগামী শ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

যুদ্ধ এবং তৎ-সৃষ্ট অবস্থা ও আশঙ্কাকে হয় তো কেহ কেহ চাঁদা হ্রাস করার কারণ মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমার মতে তাহা হ্রাস করার কারণ নয়, বরং কোরবানী আরো বৃদ্ধি করিবার কারণ হওয়া উচিত। কেননা যুদ্ধ আমাদিগকে এই সত্যের প্রতি মনোযোগী করিতেছে যে, মানুষের জীবন এবং তাহার আরাম ও সুখের সামগ্রী—এ সবই অস্থায়ী। ভাবিয়া দেখ, কিরূপে আজ কয়েক দেশে এক ব্যক্তির কারণে মানব-জীবন ও সুখ-স্বাচ্ছান্দের সামগ্রী বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের জীবন এমন ভাবে ধ্বংস হইতেছে, যেন দানা ভাজা হইতেছে। সমুদ্রে জাহাজ ডুবিতেছে এবং তাহাতে শত শত মানব-জীবন ধ্বংস হইতেছে। স্থলে এখনো রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। স্থল-যুদ্ধে এরূপ মহা আয়োজনে এক এক সময় পাঁচ হাজার দশ হাজার মানুষ দৈনিক মারা যায়।

অবশ্য রোগেও লোক মারা যায়, কিন্তু রোগে সাধারণতঃ এরূপ লোকই মারা যায় যাহারা মৃত-প্রায় হইয়া পড়ে। কিন্তু যুদ্ধে দেশের বিশিষ্ট যুবকগণ মারা যায়। মোট কথা, রোগ ও যুদ্ধের মৃত্যুতে বড়ই প্রভেদ রহিয়াছে। রোগে শতকরা পঞ্চাশ জনই এরূপ লোক মারা যায় যাহাদের আয়ু ফুরাইয়া আসে। তন্মধ্যে শতকরা পঁচিশ ত্রিশ জন মেয়ে লোক বা শিশুও হয়, অবশ্য পনর বিশ জন যুবকও হয়। কিন্তু যুদ্ধে যাহারা মারা যায় তাহারা শতকরা এক শ' জনই যুবক হয় এবং এরূপ যুবক হয় যাহারা দেশের গৌরব স্থল এবং যাহাদের উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু তথাপি কেমন করিয়া লোক যুদ্ধে নিজ প্রাণ কোরবানীর জন্য পেশ করে! মাতা নিজ সন্তানকে বাহির করিয়া দেন, এবং সন্তান মারা গেলে তাঁহার কাঁদিবারও অনুমতি নাই। জার্ম্মানীতে এখন এরূপ আইন করা হইয়াছে যে, যুদ্ধে কোন আত্মীয় মারা গেলে তাহার জন্য রোদন-ক্রন্দন করা যাইবে না। ইহা কত বড় পরিতাপের বিষয় যে, এক ব্যক্তির যুবক সন্তান মারা

যাইবে এবং সে কয়েক মিনিটের জন্য শোক প্রকাশও করিতে পারিবে না। অবশ্য এরূপ অনেক আছেন যাঁহারা এরূপ ব্যাপারে বড়ই বাহাদুরীর প্রমাণ দেন এবং শোক-দুঃখ প্রকাশ করেন না; কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম।

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) বিগত যুদ্ধের একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, জনৈকা আশি বর্ষিয়া বৃদ্ধার এক মাত্র পুত্র-সন্তান যুদ্ধে মারা গেলে সেই সংবাদ যখন তাহাকে জানান হয় তখন সে রোদন করার পরিবর্ত্তে কোমর সোজা করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, "আমার কিছুই ক্ষতি হয় নাই, আমার ছেলে দেশের জন্য মারা গিয়াছে।"

অতঃপর হজরত খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) কতিপয় সাহাবী মহিলা ও পুরুষের বীরত্বের ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, জনৈকা মহিলা যখন অহুদ যুদ্ধের সময় শুনিতে পাইলেন যে, আঁ-হজরত (সাঃ) 'শহীদ' হইয়া গিয়াছেন তখন তিনি অন্যান্য মহিলাগণের সঙ্গে ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসেন। তখন জনৈক অশ্বারোহীকে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাঁহার নিকট হজরত রসুল করীমের (সাঃ) অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে অশ্বারোহী বলিলেন, "তোমার স্বামী মারা গিয়াছেন।" তদুত্তরে সেই মহিলা বলিলেন, "আমি তোমার নিকট রসুল করীমের (সাঃ) অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং তুমি আমার স্বামীর সংবাদ জানাইতেছ"। অতঃপর সেই অশ্বারোহী বলিলেন যে, তাঁহার পিতাও মারা গিয়াছেন। সেই মহিলা পুনরায় উত্তর করিলেন, "আমি তোমাকে রসুল করীমর (সাঃ) অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আর তুমি আমার পিতার খবর শুনাইতেছ।" অতঃপর সেই অশ্বারোহী বলিলেন যে, তাঁহার উভয় ভ্রাতাই মারা গিয়াছেন। তখন সেই মহিলা বলিলেন, "তুমি সত্বর আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, আমি তোমাকে আমার আত্মীয় স্বজনের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, আমি আঁ-হজরতের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছি।" সেই অশ্বারোহী যেহেতু জানিতেন যে, আঁ-হজরত (সাঃ) নিরাপদ আছেন এবং কাজে কাজেই শান্ত-মনা ছিলেন, তাই তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, সেই মহিলার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরু বিষয় ছিল তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা জ্ঞাত করা। কিন্তু সেই মহিলার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জিনিষ ছিল আঁ-হজরতের (সাঃ) জীবন। তাই তিনি রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি সত্বর আমার প্রশ্নের উত্তর দাও"। অতঃপর সেই সাহাবী তাঁহাকে জানাইলেন যে, রসুল করীম (সাঃ) নিরাপদেই আছেন। তখন সেই মহিলা বলিলেন, "তিনি জীবিত থাকিলে আমার আর কোন দুঃখ নাই, অন্য যে কেহই মারা যাউক না কেন।"

অতঃপর হজরত খলিফাতুল-মসিহ (আইঃ) বলেন যে, বীরত্বের ও ত্যাগের এরূপ শানদার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাস পেশ করিতে পারে না। তিনি আরো বলেন, "এই মহিলার এই দৃষ্টান্ত যখন আমি পাঠ করি, তখন আমার হৃদয় সেই মহিলার জন্য সম্মান ও ভক্তিতে ভরিয়া যায় এবং আমার হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা জন্মে যে, আমি সেই পবিত্র মহিলার আঁচল স্পর্শ করিয়া সেই হাত নিজের চোখে লাগাই, কারণ তিনি আমার প্রেমাস্পদের জন্য স্বীয় প্রেমের এক অনুপম স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।"

অতঃপর সেই অহুদ যুদ্ধের আর একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। আঁ-হজরতের ওফাতের সংবাদ যখন ছড়াইয়া পড়ে তখন হজরত আনিসের (রাঃ) চাচা মালেক-বিন-নজর (রাঃ) খেজুর খাইতে ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যুদ্ধে বিজয় লাভ হইয়াছে, তাই যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে একটু দূরে সড়িয়া গিয়া কিছু খেজুর খাইতে থাকেন। হাটিতে হাটীতে যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রের নিকটে আসেন তখন হজরত ওমরকে (রাঃ) এক টিলায় বসিয়া রোদন করিতে দেখিলেন। যুদ্ধে বিজয় লাভ সত্ত্বেও রোদন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন যে, বিজয়ের পর শত্রুগণ পুনরায় পিছন হইতে আক্রমণ করে এবং রসুল করীম (সাঃ) শহীদ হইয়া যান। হজরত মালেক (রাঃ) এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "ওমর! রসুল করীমই (সাঃ) যখন খোদাতা'লার সদনে পৌছিয়াছেন তখন আমরা এখানে থাকিয়া কি করিব? তিনি যথায় গিয়াছেন আমাদেরও তথায় যাওয়া উচিত।" এই বলিয়া তিনি হাত হইতে খেজুরটি নিক্ষেপ করিয়া তরবারী হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। দক্ষিন হাত কাটা গেল, বাম হাতে তরবারী লইয়া যুদ্ধ করিতে থাকেন। ডান হাতও কাটা গেল, তখন মুখে তরবারী রাখিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে 'শহীদ' হইয়া গেলেন। যুদ্ধাবসানে দেখা গেল যে, তাঁহার গায়ে সত্তরটি ক্ষত হইয়াছিল। অতঃপর এই অহুদ যুদ্ধেরই আর একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। যুদ্ধে দ্বিতীয় বার বিজয় লাভ হইলে হজরত রসুল করীম (সাঃ) শহীদ ও আহতগণের অনুসন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। জনৈক অনুসন্ধানকারী মদিনার এক আনসারীকে

সাংঘাতিক ভাবে আহত অবস্থায় দেখিয়া তাঁহাকে সালাম জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদি আপনার বাড়ীতে কোন সংবাদ পৌছাইবার থাকে তবে আমাকে বলুন।' এই কথা শুনিয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন। কারণ তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন যে, কোন ভ্রাতার সঙ্গে দেখা হইলে তাঁহার মারফত একটি পয়গাম পৌছাইবেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, "আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলিবেন, যতদিন আমি জীবিত ছিলাম আল্লাতা'লার আমানত অর্থাৎ রসুল করীমের (সাঃ) জীবন নিজের প্রাণ দিয়া হেফাজত করিয়াছি। এখন আমি দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি, এই আমানত এখন তাহাদের হাতে সপর্দ্দ হইয়াছে। অতএব তাহাদের প্রতি আমার শেষ অছিয়ত বা উপদেশ এই যে, রসুল করীমের অজুদকে কদর করিবে এবং নিজেদের প্রাণ দিয়া তাঁহার হেফাজত করিবে।'

একবার ভাবিয়া দেখুন, মৃত্যুকালে এই মহাবীর এই খেয়াল করেন নাই যে, তাঁহার সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়স্বজনের ভরণ-পোষণ কে করিবে, বরং তখন তাঁহার এই খেয়াল হইয়াছিল যে, তিনি যে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন সেই মৃত্যু হইতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন যেন পরাঙ্মুখ না হন।

এখন বলুন, কোন্ দেশ বা কোন্ জাতি এরূপ দৃষ্টান্ত পেশ করিতে পারিবে? **জগতের ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় এই তিনটি ঘটনার তুলনা মিলিবে না।** বস্তুতঃ এই কোরবাণীই জাতিকে বড় করে।

সার কথা এই যে, বর্ত্তমান এই যুদ্ধ আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, দুনিয়া 'ফানী' বা নশ্বর, একমাত্র খোদাতা'লাই অবিনশ্বর এবং তাঁহারই সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিলেই মানুষ সুখী হইতে পারে। তা'ছাড়া দুনিয়ার মান-সম্মান ও ধন-সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব নাই। ইহুদীদের নিকট কত ধন-সম্পত্তি ছিল! হিটলার হুকুম দিল, আর সব বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল।

অতএব এই যুদ্ধ আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, খোদাতালার পথে যেন আমরা আরো অধিক কোরবাণী করি। পার্থিব শান্তির জন্য যদি এত মহা কোরবাণী করা যায় তবে খোদাতা'লার জন্য কত অধিক কোরবাণী করা আবশ্যক! অতএব এই যুদ্ধের অবস্থায় আমাদের কোরবাণী হ্রাস না করিয়া বরং আরো বৃদ্ধি করা উচিত।

স্মরণ রাখিও, এই তাহরিক খোদাতা'লার তরফ হইতে আরব্ধ হইয়াছে। তিনি ইহাতে নিশ্চয়ই উন্নতি দান করিবেন এবং ইহার পক্ষে যে যে প্রতিবন্ধক আছে তাহা দূরীভূত করিয়া দিবেন। পৃথিবী হইতে যদি ইহার উপকরণ সৃষ্টি না হয় তবে আকাশ হইতে হইবে। ধন্য সেই ব্যক্তি, যে ইহাতে অধিক হইতে অধিক হিস্যা গ্রহণ করিবেন, কারণ তাঁহাদের নাম ইসলামের ইতিহাসে স-সম্মানে চিরঞ্জীব থাকিবে এবং খোদাতালার দরবারে তাঁহারা বিশেষ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবেন। কারণ তাঁহারা স্বয়ং কষ্ট করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং তাঁহাদের সন্তানগণের অভিভাবক হইবেন এবং স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তাঁহাদের বক্ষ হইতে প্রবাহিত হইয়া জগতকে জ্যোতির্ম্ময় করিবে।

এই কয়টি কথা দ্বারা আমি ষষ্ঠ বর্ষের তাহরিক ঘোষণা করিতেছি এবং ইহার ওয়াদার জন্য ৩১ শে জানুয়ারী, ১৯৪০ শেষ তারিখ নির্দ্ধারণ করিতেছি। যাঁহাদের কিছু বাকী আছে, তাঁহাদিগকে আমি উপদেশ দিতেছি যেন তাঁহারা সত্বর তাহা আদায় করিতে তৎপর হন, কারণ বোঝা যতই অধিক হইবে, ততই হৃদয়ে মরীচা ধরিবে এবং ততই আদায়ের মুশ্‌কিল হইবে। আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের সহায় হউন এবং তোমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের সেবার জন্য স্বয়ং অনুপ্রেরণা দান করুন এবং তোমাদিগকে মহৎ কোরবানীর তৌফিক দিন, আল্লাহুম্মা আমীন!

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين —

বিশেষ দ্রষ্টব্য

তাহ্‌রিক-জদীদের চাঁদা প্রেরণ কালে বন্ধুগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন যেন, চাঁদা প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ-দাতার নাম এবং তাহা কোন বৎসরের চাঁদা—অর্থাৎ প্রচলিত ষষ্ঠ বৎসরের, না তৎ-পূর্ব্বের কোন বৎসরের তাহা জরুর উল্লেখ করা হয়।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

'আসমানী আওয়াজ' বা স্বর্গের ডাক

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ!

অদ্য হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে **কাদিয়ানে** (জিলা গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব) খোদাতালার এক পবিত্র ও প্রিয় বান্দা **হজরত মীরজা গোলাম আহমদ** (আঃ) খোদাতা'লা হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া **মসিহ মাউদ ও সর্ব্বজাতির সংস্কারক** হওয়ার দাবী করেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

"اٹھ کہ میں نے تجھے اس زمانہ میں اسلام کی حجت پوری کرنے کے لئے اور اسلامی سچائیوں کو دنیا میں پھیلانیکے لئے اور ایمان کو زندہ کرنے اور قوی کرنیکے لئے چنا ہے۔"

(তরইয়াকুল-কুলুব, পৃঃ ৪০৯)

(অর্থাৎ "উঠ, আমি তোমাকে এই যুগে ইসলামের সত্যতার যুক্তি ও দলীল পূর্ণ করিবার জন্য এবং ইসলামের শিক্ষাকে জগতে বিস্তার করিবার জন্য এবং ইমানকে সঞ্জীবিত ও সবল করিবার জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছি।"—অনুবাদক)

খোদাতা'লা তাঁহাকে এমন যুগে এই 'পয়গাম' বা সুসমাচার প্রদান করেন যখন কু-কর্ম্ম ও কু-বিশ্বাসের আঁধার সারা জগতকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল এবং ইসলাম এক নিঃসহায় ও দুর্ব্বল ব্যক্তির ন্যায় শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। খোদাতা'লার এই 'পয়গাম' শ্রবণ মাত্রই তিনি এই ঘোষণা করিলেন :—

"ইসলামের জন্য পুনরায় সেই সঞ্জীবতা ও আলোর দিন আসিবে যাহা পূর্ব্ব যুগে আসিয়াছিল, এবং ইসলাম-সূর্য্য পুনরায় স্বীয় পূর্ণ প্রতাপ সহকারে উদিত হইবে যেমন পূর্ব্বে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু ইসলামের জীবন-লাভ আমাদের নিকট হইতে এক 'ফিদইয়া' বা প্রায়শ্চিত্ত চায়। সেই ফিদ্‌ইয়া বা প্রায়শ্চিত্ত কি? তাহা হইল এই পথে আমাদের মৃত্যু-বরণ। এই মৃত্যুর উপরই ইসলামের জীবন, মোসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার 'তাজাল্লি' বা মহা-বিকাশ নির্ভর করে।" (ফতেহ্‌-ইসলাম, পৃঃ ১৫ ও ১৬)

খোদাতালা যেহেতু জগতের সংস্কার ও ইসলামের উন্নতি তাঁহার সহিত সংবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাই তাঁহাকে গ্রহণ করা এবং তাঁহার 'হেদায়ত' বা উপদেশ পালন করা একান্ত আবশ্যক। তিনি বলেন :—

"যে আমাকে ত্যাগ করে সে তাঁহাকে (অর্থাৎ খোদাতা'লাকে —সঃ আঃ) ত্যাগ করে যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; পক্ষান্তরে যে আমাকে অবলম্বন করে সে সেই অস্তিত্বকে অবলম্বন করে যাঁহার তরফ হইতে আমি আসিয়াছি। আমার হাতে এক প্রদীপ রহিয়াছে। যে আমার নিকট আসিবে, সে ইহার আলো লাভ করিবে। যে ব্যক্তি সন্দেহ ও সংশয় পোষণ করিয়া দূরে সরিয়া পড়িবে সে আঁধারে নিমজ্জিত হইবে। আমি এ-যুগের জন্য এক সুদৃঢ় দুর্গ স্বরূপ। যে আমার ভিতরে প্রবেশ করিবে সে চোর, ডাকাত ও হিংস্র জন্তু সমূহ হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু যে আমার প্রাচীর হইতে দূরে থাকিবে, চতুর্দ্দিক হইতে তাহাকে মৃত্যু গ্রাস করিবে, এমন কি, তাহার শবও নিরাপদ থাকিবে না।"

মানীয় ভ্রাতাগণ! খোদাতা'লার প্রেরিত পুরুষগণের সহিত চিরকাল লোক যে ব্যবহার করিয়াছে তাঁহার সহিতও লোক তদ্রূপ ব্যবহারই করিয়াছে। লোকের শত্রুতাচরণে তিনি সহানুভূতি-প্রণোদিত হইয়া খোদাতা'লার দরগাহে এই বলিয়া দোয়া করিয়াছেন :—'হে মোর 'মাওলা' ও 'কাদের' খোদা! এখন আমাকে পথ দেখাও এবং এমন কোন নিদর্শন প্রদর্শন কর যদ্দারা তোমার সাধু বান্দাগণ অতি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করিতে পারে যে, আমি তোমার 'মক্‌বুল্‌' (প্রিয়) বান্দা, এবং যদ্দারা তাহাদের ইমান সবল হইতে পারে এবং তাহারা তোমাকে চিনিতে পারে এবং তোমাকে ভয় করে এবং তোমার এই দাসের উপদেশ অনুসারে নিজেদের মধ্যে এক পবিত্র পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া পৃথিবীতে পবিত্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণতার এক উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করে এবং সকল সত্যান্বেষিগণকে পুণ্যের দিকে আকর্ষণ করে এবং এইরূপে পৃথিবীর সকল জাতি তোমার 'কুদরত' (শক্তি) ও 'জালাল' (মহিমা) দর্শন করিয়া বুঝিতে পারে যে, তুমি তোমার এই দাসের সহিত আছ, এবং জগতে তোমার নাম উজ্জ্বল হয় এবং তোমার নামের জ্যোতিঃ বিদ্যুত গতিতে এক মুহূর্ত্তে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত পৌঁছে এবং উত্তর ও দক্ষিণে নিজ জ্যোতিঃ প্রদর্শন করে।"

এই দোয়ার ফল এই হয় যে, তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতার তুফান উত্থিত এবং শত্রুর উপর্য্যুপরি আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁহার

উদ্দেশ্যে কৃতকার্য্য ও সফলকাম হইতে থাকেন। আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় বাণী দ্বারা তাঁহাকে অনুগৃহীত করেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে অগণিত 'বাশারত' বা সুসংবাদ দেন। তন্মধ্যে একটি এই :—

ينصرک رجال نوحی الیهم من السماء

অর্থাৎ "এরূপ লোকগণ তোমাকে সাহায্য করিবে যাঁহাদের প্রতি আমি আকাশ হইতে 'ওহি' বা বাণী অবতীর্ণ করি।"

খোদাতা'লার এই ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র লোক যাঁহারা প্রথমতঃ শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী ছিলেন, খোদাতা'লা হইতে 'কাশ্‌ফ' (জাগ্রত স্বপ্ন), 'এল্‌হাম্' (বাণী) বা স্বপ্ন সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিয়া খাটি ও আত্মোৎসর্গকারী 'মুরীদ' বা শিষ্যে পরিণত হন এবং আহমদীয়া সিলসিলা ও ইসলামের সেবায় রত হন। اللهم اجعل سعيهم مشكورا

কিন্তু এখনো বহু লোক ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ এই জ্যোতিঃ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এবং খোদাতা'লার 'গজব' বা কোপে পতিত হইতেছে। এই সকল লোকদের সহানুভূতি ও মঙ্গল কামনায় আমি নিম্নে এই সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা **হজরত মীরজা গোলাম আহমদ আলায়হেস-সালামের** প্রদর্শিত এক অতি সহজ পদ্ধতি বর্ণনা করিতেছি? তাহা এই—তিনি তাঁহার 'নেশান-আসমানী' গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠায় বলেন :—

"যদি এই অধমের উপর কোন সন্দেহ হয় এবং এই অধম যে দাবী করিয়াছে তৎসম্বন্ধে হৃদয়ে কোন সংশয় থাকে, তবে আমি সন্দেহ ভঞ্জনের এক অতি সহজ উপায় বর্ণনা করিতেছি। ইহাতে এক সত্যানুসন্ধিৎসু, ইন্‌শা-আল্লাহ্‌, সন্তুষ্ট হইবেন। তাহা এই যে, প্রথমতঃ 'তওবা-নসুহ্‌' বা বিশেষ ভাবে পাপ হইতে অনুতপ্ত ও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাত্রিকালে দুই রেকাত নামাজ পড়িবে—যাহার প্রথম রেকাতে সুরা ইয়াসিন ও দ্বিতীয় রাকাতে সুরাহ্‌ এখলাস্‌ একুশ বার পড়িবে। অতঃপর তিন শত বার 'দরুদ-শরীফ' ও তিন শত বার 'এস্তেগফার' পড়িয়া খোদাতা'লার নিকট এই বলিয়া দোয়া করিবে—হে কাদের-করীম (শক্তিশালী ও দয়ালু) খোদা! তুমিই ভিতরকার অবস্থা জ্ঞাত আছ, আমরা জ্ঞাত নহি; মকবুল (গৃহীত) ও 'মরদুদ' (অভিশপ্ত) এবং 'মুফ্‌তারী' (মিথ্যুক) ও 'সাদেক' (সত্যবাদী) তোমার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে পারে না। অতএব আমি অতি বিনয় সহকারে তোমার সদনে এই প্রার্থনা করি যে, এই ব্যক্তি যে মাহ্‌দী ও মোজাদ্দেদ্‌-আল্‌-ওয়াক্ত (যুগাবতার) হওয়ার দাবী করিতেছেন তাঁহার প্রকৃত অবস্থা কি—সত্যবাদী, না মিথ্যাবাদী এবং 'মকবুল', না 'মরদুদ' তাহা আপন অনুগ্রহে 'রুইয়া' (স্বপ্ন), বা 'কাশ্‌ফ' (জাগ্রত স্বপ্ন), বা 'এল্‌হাম' (বাণী) দ্বারা আমার নিকট ব্যক্ত কর, যেন 'মরদুদ' হইয়া থাকিলে তাহাকে গ্রহণ করিয়া আমি পথভ্রষ্ট না হই, আর যদি 'মকবুল' হইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করিয়া আমরা ধ্বংস না হই; আমাদিগকে উভয়-বিধ 'ফেত্‌না' বা আপদ হইতে বাঁচাও, এবং তুমিই সমস্ত শক্তির অধিকারী। আমীন।"

আবার বলেন :—

"এই 'এস্তেখারা' বা সত্য বুঝিবার জন্য প্রার্থনা অন্ততঃ দুই সপ্তাহ কাল করিতে হইবে, কিন্তু সম্পূর্ণ সংস্কার-মুক্ত হইয়া করিতে হইবে। কারণ, যদি কোন ব্যক্তি প্রথম হইতেই 'বুগ্‌জ' বা হিংসা এবং 'বদ্‌জান্নি' বা কু-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া স্বপ্ন সাহায্যে সেই ব্যক্তির অবস্থা জ্ঞাত হইতে চায় যাহাকে সে পূর্ব্ব হইতেই বড়ই খারাপ মনে করে, তবে শয়তান আসিয়া তাহার হৃদয়ের অন্ধকারের সুযোগ পাইয়া তাহাতে আরো অন্ধকারময় ধারণা ঢালিয়া দেয়। অতএব এরূপ ব্যক্তির পরের অবস্থা প্রথম অবস্থা হইতেও মন্দ হয়। সুতরাং তোমরা যদি খোদাতা'লা হইতে কোন সংবাদ জানিতে চাও তবে নিজ বক্ষকে সম্পূর্ণরূপে হিংসা ও শত্রুতা হইতে বিধৌত কর এবং চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার-মুক্ত করিয়া—অর্থাৎ হিংসা-মূলক বা ভালবাসা-মূলক এই উভয়বিধ মনোভাব হইতে পৃথক হইয়া তাঁহার নিকট হইতে 'হেদায়তের' আলো চাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার ওয়াদা অনুযায়ী নিজ হইতে আলো অবতীর্ণ করিবেন যাহাতে প্রবৃত্তির প্ররোচনার কোন ধুঁয়া থাকিবে না।

অতএব হে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ! মৌলবীগণের কথায় 'ফেত্‌না' বা আপদে পড়িও না, এবং কিছু চেষ্টা করতঃ এই সর্ব্ব-প্রতাপশালী ও সর্ব্ব-শক্তিমান 'হাদী' বা পথ-প্রদর্শক (অর্থাৎ খোদা) হইতে সাহায্য প্রার্থনা কর।"

এতদ্ব্যতীত আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান ইমাম বা অধিনায়ক মহোদয়ও গুরুদাসপুর সহরে মোসলমান ও অমোসলমান ভ্রাতাগণকে সম্বোধন করিয়া আহদীয়তের সত্যতা বুঝিবার জন্য নিম্ন-লিখিত পন্থা বর্ণনা করিয়াছেন :—

"যাঁহারা আহ্‌মদীয়া সিলসিলা-ভুক্ত নহেন তাঁহারা যদি সংস্কার-মুক্ত হইয়া সরল মন ও পবিত্র চিত্ত নিয়া আল্লাহ্‌-

তা'লার দরগাহে অবনত হইয়া চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সমীপে বিনীত ভাবে সত্য পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য এই দোয়া পাঠ করেন, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস খোদাতা'লা তাঁহাদের পথ-প্রদর্শন করিবেন এবং আহমদীয়তের সত্যতা তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত করিয়া দিবেন।" (আল্‌ফজল, ২৯ মার্চ্চ, ১৯৩৫)

অতএব হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) বর্ণিত পন্থা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন সত্যান্বেষী যদি তাঁহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে চাহেন, তবে—

প্রথমতঃ—সংস্কার-মুক্ত হইয়া—অর্থাৎ হিংসা বা অনুরাগ, বা কু-ধারণা ইত্যাদি হইতে মনকে খালি করিয়া 'হেদায়ত' বা সৎ-পথ চাহিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—পূর্ব্ব কৃত পাপ হইতে খাটিভাবে 'তওবা' অর্থাৎ অনুতাপ ও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ—রাত্রিকালে—অর্থাৎ এশার নামাজের পর—দুই রাকাত নামাজ পড়িতে হইবে—সেই নামাজের প্রথম রাকাতে সুরাহ্‌ 'ইয়াসিন' ও দ্বিতীয় রাকাতে একুশ বার সুরাহ্‌ 'এখ্‌লাস' পাঠ করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ—তিন শত বার 'দরুদ-শরীফ' ও তিন শত বার 'এস্তেগফার' পড়িতে হইবে।

পঞ্চমতঃ—অতঃপর হুজুরের (আঃ) বর্ণিত দোয়া পাঠ করিতে হইবে।

ষষ্ঠতঃ—এই 'এস্তেখারা' বা সত্য উপলব্ধি করিবার অনুষ্ঠান অন্ততঃ দুই সপ্তাহ ব্যাপিয়া করিতে হইবে।

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ!

ভাবিয়া দেখুন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার (আঃ) সত্যতা উপলব্ধি করিবার অধিকতর সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায় আর কি হইতে পারে? কারণ ইহা দ্বারা আপনি সাক্ষাৎ-ভাবে খোদাতা'লাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহকাল-পরকালের 'সাআদাত' বা আশীষ ও কল্যাণ লাভ করিতে পারেন। ইহা যেহেতু একটি পরীক্ষিত ব্যবস্থা, অতএব আপনিও একবার ইহা পরখ করিয়া দেখুন। আল্লাহ্‌ আপনাকে তাহা করিবার তৌফিক দিন।

উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যদি আপনারা কেহ সৎ-পথ লাভ করেন এবং খোদাতা'লার এই প্রেরিত-পুরুষকে গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন তবে আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, আপনারা আমার ইমানের উন্নতি ও খাতেমা-বিল-খায়েরের (অর্থাৎ ইমান সহ দুনিয়া হইতে বিদায়-গ্রহণের) জন্য দোয়া করিবেন এবং যে 'কাশফ্‌', বা স্বপ্ন, বা 'এল্‌হাম' দ্বারা খোদাতা'লা আপনাদিগকে সম্মানিত করেন তাহা আমাকে লিখিয়া জানাইবেন, যেন আপনাদের প্রদত্ত **স্বর্গীয় সাক্ষ্য** দ্বারা খোদাতা'লার অন্যান্য বান্দাগণও উপকৃত হইতে পারেন।

হে মোর সর্ব্ব-জ্ঞানী ও সর্ব্বশক্তিমান খোদা!

আমি তোমার বান্দাগণের সমীপে তোমার পবিত্র ও প্রিয় প্রেরিত-পুরুষের পয়গাম পৌছায়া দিয়াছি। আমার ক্ষমতায় এতটুকুই ছিল যাহা আমি করিয়াছি। এখন তাঁহাদের ব্যাপার তোমার হাতে। তুমি আমার নগণ্য চেষ্টাতে 'বরকত' বা আশীষ বর্ষণ কর এবং আমার এই পরিশ্রমকে সুফল-যুক্ত কর। সমস্ত শক্তি তোমাতেই আছে।

ایک علم مرگیا ہے تیرے پانی کے بغیر
پھر دے اب میرے مولیٰ اسطرف دریا کی دھار
یا الٰہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا
اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی سن لے پکار —

আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী
আবদুর রহমান মোবাশ্‌শের (মৌলবী ফাজেল)
(মোদার্‌রেস্‌ মাদ্রাসা আহ্‌মদীয়া, কাদিয়ান)

পণ্ডিত রুদ্রদেব-জি শাস্ত্রির ইসলাম গ্রহণ

জেনারস ইউনিভার্সিটির প্রফেসার লক্ষ্ণৌনিবাসী পণ্ডিত রুদ্রদেব-জি শাস্ত্রি প্রথমতঃ সীতাপুর ও সেকেন্দরাবাদে (বুলন্দ শহর) প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতঃ বৃন্দাবন গুরুকুল ইউনিভার্সিটিতে বেদ ও সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জ্জন করিয়া শিক্ষা সমাপন করেন। এতদ্ব্যতীত পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি হইতে শাস্ত্রী পরীক্ষাও পাস করেন।

শিক্ষা সমাপন করতঃ তিনি বৃন্দাবন গুরুকুল ইউনিভার্সিটির বেদ ও দর্শন-শাস্ত্রের প্রফেসার নিযুক্ত হন। ইহার কিছুকাল পর "আর্য্য প্রতিনিধি সভা" কর্ত্তৃক উহার 'মহোপদেশক' নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি বানারস নেসনেল ইউনিভার্সিটি কর্ত্তৃক পুরাতন ও আধুনিক সংস্কৃত ভাষা, ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বিদ্যাপিঠ নেশনেল ইউনিভার্সিটির একজন বিশিষ্ট কোর্ট মেম্বরও ছিলেন, যাহার অন্যতম মেম্বর ছিলেন গান্ধিজি, পণ্ডিত জহরাল নেহেরু ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ। বানারসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সমিতির তিনি সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় সমিতির তিনি সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৩৫ সনে সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দু বিদ্বান-মণ্ডলীর এক মহা কন্‌ফারেন্স হয় যাহাতে ভারতের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক, বেদজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকগণ সমবেত হন। তন্মধ্যে নির্ব্বাচিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাঁচ জন বিদ্বানের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। এইরূপে একবার সমস্ত জগতের মহা মহা বিদ্বান ব্যক্তিগণের এবং বিশেষতঃ বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণের এক নির্ব্বাচন হয়। তাহাতে জগৎ ব্যাপিয়া মাত্র সাত আট জন নির্ব্বাচিত হন, তন্মধ্যে মাত্র দুই তিন জন ভারতবাসী ছিলেন। এই দুই তিন জন মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তিনি এক জন বিখ্যাত বক্তাও বটেন। যুক্ত-প্রদেশ, বঙ্গ, বিহার, রাজ-পুতনা ও পাঞ্জাবের বড় বড় সভা-সম্মিলনীতে বক্তৃতা প্রদানের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইত। তিনি এক জন সাহিত্যিকও বটেন এবং হাজার পৃষ্ঠার কয়েকখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

ইস্‌লামের সহিত পরিচয়

আমাদের জনৈক আহ্‌মদী ভ্রাতা মৌলবী নাছের উদ্দীন আবদুল্লাহ্‌ সাহেব মৌলবী-ফাজেল, বেদ-ভূষণ, কাব্যতীর্থ, প্রফেসার আহ্‌মদীয়া কলেজ, কাদিয়ান, ১৯২৯ সনে সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য বানারস গমন করেন এবং ১৯৩৩ সনে অধ্যয়ন শেষ করিয়া বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন ও তাহাতে পারদর্শীতা লাভ করিবার মানসে জনৈক সুযোগ্য পণ্ডিতের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। অবশেষে তিনি পণ্ডিত-জির কথা অবগত হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন এবং নিজ অভিপ্রায় তাঁহাকে অবগত করেন। তখন পণ্ডিত-জি তাঁহাকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হইতে পরামর্শ দেন এবং তাঁহাকে আরো আশ্বাস দেন যে, ইউনিভার্সিটি তাঁহাকে ভর্ত্তি না করিলে, তিনি স্বয়ং প্রাইভেট ভাবে তাঁহাকে অধ্যাপনা করিবেন। তাঁহার পরামর্শানুযায়ী জোনাব মৌলবী সাহেব ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হইবার জন্য দরখাস্ত করেন এবং ফলে ইউনিভার্সিটি তাঁহাকে ভর্ত্তি করেন এবং তিনি অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই পণ্ডিত-জি এক দিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কল্য জনৈক প্রফেসার আমাকে বলিলেন,—'আপনি যে মুসলমানকে পড়ান, সে কাদিয়ানী এবং কাদিয়ানীগণ বড়ই খারাপ; অতএব তাহাকে আপনি পড়াইবেন না; নতুবা আমাদের বড়ই ক্ষতি হইবে।' আচ্ছা, বলুন দেখি কাদিয়ানী বিষয়টা কি?" তদুত্তরে মৌলবী সাহেব অন্যান্য কথার মধ্যে ইহাও বলিলেন যে, আহ্‌মদীগকে মন্দ বলিবার এক কারণ এই যে, আহ্‌মদীগণ শ্রীকৃষ্ণ-জি, মহাত্মা বুদ্ধ এবং শ্রীরামচন্দ্র-জিকেও খোদাতা'লার পবিত্র নবী বা অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। এতদ্ব্যতীত দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি-সমূহের মধ্যে যে-সকল মুণি-ঋষি ও নবী বা অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আহ্‌মদীগণ মানে।" তৎ-শ্রবণে পণ্ডিত-জি বড়ই মুগ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, "ইহা তো অতি উত্তম কথা, আপনারা তো বড়ই উদার মতাবলম্বী! আমি যাহা কিছু জানি

আপনাকে শিক্ষা দিব এবং আপনার থাকার অসুবিধা হইলে আপনি আমার বাড়ীতে থাকিবেন।"

ইসলাম গ্রহণ

এই ঘটনার পর হইতেই পণ্ডিত-জি মৌলানা সাহেবের সঙ্গে ইসলাম ও আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে ঘন ঘন আলোচনা করিতে থাকেন, এবং আর্য্য-সমাজীগণ যতই তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে রোধ করিতে চেষ্টা করে ততই তিনি আরো অধিক এ বিষয়ে আলোচনা করিতে থাকেন। ইহাতে ইউনিভার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকে, কিন্তু তিনি তাহার কোনই পরওয়া না করিয়া আলোচনা জারি রাখেন। মৌলানা সাহেব অধ্যয়ন শেষ করিয়া কাদিয়ান আসিলে পরও পণ্ডিত-জির সহিত তাঁহার চিঠি-পত্রাদি চলিতে থাকে। কিছু-কাল পর বানারসের জনৈক আহ্‌মদী ভ্রাতা চিঠি লিখিয়া জানান যে, পণ্ডিত-জি ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। অতঃপর মৌলবী সাহেব তাঁহাকে কাদিয়ান যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ফলে ৭ই নবেম্বর তিনি কাদিয়ান গমন করেন এবং ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাতে মৌলানা সাহেব তাঁহাকে আরো চিন্তা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু পণ্ডিত-জি বলিলেন, "আমি খুব চিন্তা করিয়াছি, আপনি আমাকে শীঘ্র শীঘ্র মোসলমান করুন, আমার হৃদয়ে সত্যের জন্য এক অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে।" ১২ই নবেম্বর তিনি হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) সহিত সাক্ষাৎ করেন। হজরত আমীরুল-মোমেনীনও তাঁহাকে আরো চিন্তা ও অপেক্ষা করিতে বলেন। হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) সমীপেও তিনি এই-ই নিবেদন করিলেন, "আমি বহু চিন্তা করিয়াছি, চিন্তা করিবার আর কিছু বাকী নাই।" অতপর হজরত আমিরুল-মোমেনীন তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নাম আবদুল্লাহ্‌ বিন-সালাম রাখেন।

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে 'এস্তেকামাত' বা বিশ্বাসে দৃঢ়তা প্রদান করুন এবং ইসলামের যাবতীয় আশীষ তাঁহার উপর বর্ষণ করুন এবং তাঁহার সাহায্যে অন্যান্য হিন্দু ভ্রাতাগণকেও ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি ও গ্রহণ করিবার তৌফিক দিন—আমীন!

ঢাকায় সর্ব্ব-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক দিবস

খোদাতা'লার অপার অনুগ্রহে ১০ই নবেম্বর * রবিবার দিবস ঢাকা জগন্নাথ ইন্টারমেডিয়েট কলেজ হলে সর্ব্ব-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক-দিবসের মিটিং অতি সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ। সর্ব্ব-প্রথম মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব অতি সুললিত স্বরে কোরান পাঠ করেন। অতঃপর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার জেলারেল সেক্রেটারী মৌলীব মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেব সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন।

সভায় হজরত মুসা (আঃ), হজরত ইসা (আঃ), রাজা রাম-মোহন রায়, গৌতম বুদ্ধ, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ও হজরত মীরজা গোলাম আহমদ (আঃ) এর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে যথাক্রমে মৌলবী কাজী মোতাহের হুসেন সাহেব—লেকচারার ঢাকা ইউনিভার্সিটি, রেভারেণ্ড এইচ, ডি, নর্থফিল্ড—বেপ্‌টিষ্ট মিশন, ঢাকা, মিষ্টার হরানন্দ গুপ্ত, ডাক্তার নলীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পি-এইচ-ডি—কিউরেটার, ঢাকা মিউজিয়াম, মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব—আহমদীয়া মিশনারী, মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব—জেনারেল সেক্রেটারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়া সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজের প্রফেসার মৌলবী কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব সাধারণ ভাবে সকল নবী বা অবতারগণের শিক্ষা আলোচনা করিয়া সেই শিক্ষা কার্য্যে পরিণতঃ করিতে চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে ঈদৃশ মিলনানুষ্ঠানের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করিয়া এইরূপ সভা পুনঃ পুনঃ হওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করেন।

সভা-শেষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার জয়েণ্ট সেক্রেটারী প্রেসিডেণ্ট মহোদয় ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহমদীয়া এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অন্যান্য সম্প্রদায় বা এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতেও এইরূপ সভার অনুষ্ঠান করিবার জন্য এক আবেদন জানান।

সর্ব্ব-শেষে মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব একখানা সুমধুর উর্দ্দু গজল পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে আপ্যায়িত করেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই অনুষ্ঠানকে বা-বরকত বা সুফলযুক্ত করুন—আমীন।

---

* ৩রা ডিসেম্বর এই অনুষ্ঠানের নির্দ্ধারিত তারিখ ছিল। কিন্তু কোন বিশেষ কারণ বশতঃ উক্ত তারিখে সভার অনুষ্ঠান করিতে না পারায় নাজের দাওয়াত-ও-তবলীগ হইতে বিশেষ অনুমতি লইয়া এই তারিখে সভা করা হয়।

কাদিয়ান খেলাফত জুবিলী কন্‌ফারেন্সের প্রোগ্রাম

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯, মঙ্গলবার

প্রথম অধিবেশন—৯-৩০টা হইতে ১-৩০

১। কোরান পাঠ।

২। উদ্বোধনী বক্তৃতা ও দোয়া—হজরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানী (আইঃ)।

৩। হজরত খলিফাতুল-মসিহ সানীর (আইঃ) 'ফজিলত'—হজরত মৌলানা শের আলী সাহেব বি-এ।

৪। ইসলামী রাষ্ট্র ও খেলাফত—মৌলানা আবদুর রহিম দার এম-এ।

৫। ইসলামে খেলাফত—সাহেব-জাদা মীরজা নাসের আহমদ সাহেব এইচ-এ, বি-এ (অক্‌সন), প্রিন্সীপাল জামেয়া আহমদীয়া।

৬। খেলাফত ও খৃষ্টান পোপ—ডাঃ মুফ্‌তি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব, ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন ও আমেরিকান মিশনারী।

জুহর ও আসর নামাজ

দ্বিতীয় অধিবেশন—৩ টা হইতে ৫ টা

১। কোরান পাঠ।

২। আহমদীয়া জমাতের ধর্ম্ম-বিশ্বাস—মৌলবী মোহাম্মদ ইয়ার সাহেব আরেফ, ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন মিশনারী।

৩। কবিতা পাঠ।

৪। আহমদীয়া জমাতের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস—হজরত ডাঃ মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব।

৫। খেলাফতের সময়কার ও খেলাফতের পরের ইসলাম—মৌলানা আবদুর রহিম সাহেব নাইয়ার, ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন মিশনারী।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯, বুধবার

প্রথম অধিবেশন—৯-৩০ হইতে ১-৩০

১। কোরান পাঠ।

২। দ্বিতী খেলাফতের 'বরকত' বা আশীষ—মৌলবী আবুল আতা সাহেব জালান্ধরী, মৌলবী-ফাজেল, ভূতপূর্ব্ব পেলেষ্টাইন ও মিসরের মিশনারী।

৩। ইসলামী খেলাফত ও ডিক্টেটরসিপ—সার মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্‌ খান, কে, সি, এস, আই।

৪। কবিতা পাঠ।

৫। হজরত মসিহ-মাউদের (আঃ) কৃতকার্য্যতা—মৌলানা গোলাম রসুল সাহেব রাজেকী।

জুহর ও আসর নামাজ

দ্বিতীয় অধিবেশন—২-৩০ হইতে

১। কোরান ও নজম পাঠ।

২। হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) বক্তৃতা।

সন্ধ্যা ৫—৩০ হইতে প্রাতে ৭টা পর্য্যন্ত মিনারাতুল-মসিহতে 'চেরাগা' বা দীপালি করিয়া সমস্ত সহর আলোকিত করা।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার

প্রথম অধিবেশন - ৯-৩০ হইতে ১-৩০

১। প্রত্যেক জমাত নিজ নিজ থাকিবার স্থান হইতে নিজ নিজ পতাকা সহ প্রসেসন করিয়া গজল গাহিতে গাহিতে জলসা-স্থানে উপনীত হইবেন। *

২। কোরাণ পাঠ।

৩। হজরত আমীরুল-মোমেনীন কর্ত্তৃক আহমদীয়া পতাকা উত্তোলন।

৪। হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানিকে (আইঃ) 'এড্‌রেস' বা অভিভাষণ প্রদান।

৫। হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) সমীপে সার মোহম্মদ জাফর উল্লাহ্‌ খান কে, সি, এস, আই, কর্ত্তৃক জমাতের পক্ষ হইতে জুবিলী উপলক্ষে তোহ্‌ফা বা উপহার পেশ।

৬। হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) কর্ত্তৃক এড্‌রেসের উত্তর প্রদান।

জুহর ও আসর নামাজ

দ্বিতীয় অধিবেশন—২-৩০ হইতে

১। কোরান ও কবিতা পাঠ।

২। হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আইঃ) বক্তৃতা।

২৯শে ডিসেম্বর, শুক্রবার

শেষ অধিবেশন—১০ টা হইতে ১-৩০

১। কোরান ও কবিতা পাঠ।

২। খেলাফত ও শিয়া ইমামত—কাজী নাজির আহ্‌মদ এইচ-এ, লায়েলীপুর।

৩। আহমদীয়া জমাতে খেলাফত—মৌলবী মোহাম্মদ সলীম সাহেব, ভূতপূর্ব্ব পেলেষ্টাইন মিশনারী।

৪। কবিতা পাঠ।

৫। ইসলামীক 'কাল্‌চার' (শিক্ষা ও সভ্যতা) মৌলবী আবদুস্‌ সামাদ উমর সাহেব বি-এ, এল-এল-বি।

৬। খেলাফতের পর মোসলমানদের অবস্থা—সৈয়দ জয়নাল আবেদীন অলীউল্লাহ্‌ শাহ্‌ সাহেব।

৭। হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) শেষ বক্তৃতা ও দোয়া।

---

* খোদা চাহে তো বাঙ্গালার জমাতও তাহাদের পতাকা লইয়া এইরূপে প্রসেসন করিয়া সভা স্থলে উপনীত হইবে।— সঃ আঃ

তাহরিক জদীদের ষষ্ঠ বর্ষের ওয়াদা

নিয়ে ঐ সকল ভ্রাতা-ভগ্নিগণের নাম উল্লেখ করা গেল যাঁহারা ৫ম বর্ষের চাঁদা আদায় করিয়া ৬ষ্ঠ বর্ষেরও ওয়াদা করিয়াছেন

* মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব—	১০৲
মিসেস মাহমুদা বেগম সাহেবা -	৭৲
হাফিজ মোহাম্মদ তৈয়বুল্লাহ সাহেব—	৫৵০
মৌলবী আবদুর রাহমান খাঁ সাহেব, ঢাকা—	৩৩৲
মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব, ঢাকা—	১২৲
মোসাম্মত রশীদা বেগম সাহেবা, ঢাকা—	১১৲
মোসাম্মত মস্ঊদা খাতুন সাহেবা, দেবগ্রাম—	৬৲
মৌলবী মাহবুবুর রাহমান চৌধুরী সাহেব, দেবগ্রাম—	৫৷৵০

* তিনি ষষ্ঠ বর্ষের ওয়াদার ১০৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা আদায়ও করিয়া দিয়াছেন। আল্হামদুলিল্লাহ্, জাজাহুমুল্লাহ!

হজরত রসূল করীমের ভবিষ্যদ্বাণী

শেষ যুগের মোসলমানদের অবস্থা

ইমাম-মাহদীর আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে, হজরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :—

(১) "তখন ইসলামের কেবল নাম, কোরানের মাত্র অক্ষর বাকী থাকিবে। মসজিদগুলি বাহ্যিকভাবে আবাদ থাকিবে, কিন্তু একেবারে হেদায়েত শূন্য হইবে, এবং **আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট-জীব হইতে নিকৃষ্টতম জীব হইবে।**" ('মেশ্কাত')

(২) "যখন ইমাম-মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হইবেন, তখন তাঁহার সব চেয়ে বড় শত্রু হইবে তখনকার **আলেমগণ**। কারণ, হজরত ইমাম-মাহদীকে (আঃ) গ্রহণ করিলে, সর্ব্বসাধারণের উপর তাহাদের কর্তৃত্ব থাকিবে না।" ('ফতুহাতে মক্কিয়া')

বর্ত্তমান যুগের আলেম ও মোসলেম সমাজ সম্বন্ধে কতিপয় স্বীকারোক্তি

(১) "ইহা সত্য কথা যে আমাদের মধ্য হইতে কোরান মজিদ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। বাহ্যিক ভাবে আমরা কোরানের উপর ইমান রাখি, কিন্তু মনে মনে ইহাকে সাধারণ অতি সাধারণ, এবং বেকার গ্রন্থ বলিয়া জানি।" ('আহলে-হাদিস্ পত্রিকা,' ১৪ জুন, ১৯১২)

"এখন ইসলামের মাত্র নাম ও কোরানের মাত্র ছবি বাকী রহিয়াছে।............এই ওম্মতের **আলেমগণ সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জীব।**" ('একতরবচ্ছা-আৎ,' ১২ পৃঃ)

শোক সংবাদ

বন্ধুগণ শুনিয়া বড়ই দুঃখিত ইহবেন যে, আমাদের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার অন্যতম মোবাল্লেগ ও অক্লান্ত নিষ্ঠাবান কর্ম্মী ভাদুঘর (ব্রহ্মণবাড়ীয়া) নিবাসী মৌলবী আজীজুদ্দীন আহমদ সাহেব যিনি বহুকাল যাবৎ রক্তামাশার রোগে ভোগিতেছিলেন বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখ বৃহস্পতিবার পরলোকগমন করিয়াছেন। انا لله وانا اليه راجعون।

সকল বন্ধুগণ তাঁহার মাগ্ফেরাতের জন্য দোয়া করিবেন। তিনি একটি পুত্র সন্তান ও এক পত্নী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং দোয়া করিতেছি যেন আল্লাহ্তা লা স্বয়ং তাঁহাদের অভিভাবক হইয়া তাঁহাদের ইমান ও আমলকে রক্ষা করেন এবং তাঁহাদের ভরণ-পোষণের সুবন্দোবস্ত করেন—আমীন!

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক রিপোর্ট *

আঞ্জোমন :—আলোচ্য বৎসরে খোদাত'লার ফজলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার তত্ত্বাবধানে বঙ্গদেশের ৪২টি আঞ্জোমন ও আসাম প্রদেশের ডিব্রুগর জেলায় একটী, মোট—৪৩টি আঞ্জোমন স্থাপিত আছে এবং তাহাদের সকলেই শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে কার্য্যে ব্যাপৃত আছে—الحمد لله।

তবলীগ :—তবলীগ কার্য্য সুশৃঙ্খলা করিবার জন্য সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে মৌলবী জিল্লুর রহ্‌মান সাহেব ও মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, বি-এ, নিয়োজিত আছেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জামনে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে মৌলবী আজিজ উদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব † ও মৌলবী মোহাম্মদ সায়ীদ সাহেব নিয়োজিত আছেন।

(ক) আলোচ্য বৎসরে মৌলবী জিল্লুর রহ্‌মান সাহেব অধিকাংশ সময় ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া ও বাজিতপুরের এলাকায় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কিছুকাল তিনি উত্তর বঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় বেলাকুবা, রঙ্গপুর জেলায় রঙ্গপুর, শ্যামপুর, সাহাবাজপুর এবং রাজসাহী ও বগুড়া টাউনে তবলীগ করেন। অতঃপর বিগত মজলিসে-শোরার সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি মৌলবী রুহুল আমীন সাহেবের ও এইরূপ আরো কোন কোন বিরুদ্ধাবাদীদের এতেরাজের খণ্ডন করিয়া এক পুস্তক প্রণয়ন কার্য্যে নিয়োজিত হন।

(খ) মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, বি-এ, অফিস সংক্রান্ত বিষয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার হেড অফিসে লিপ্ত থাকেন। এতদ্ব্যতীত ময়মনসিংহ জেলায় বাজিতপুর, ত্রিপুরা জেলায় বিষ্ণুপুর, দেবগ্রাম, করুরা, ঘাটুরা, ঢাকা জেলায় রেকাবী বাজার, মুর্শিদাবাদ জেলায় ভরতপুর, বিরামপুর, আঙ্গারপুর, বহরমপুর, সারগাছীয়া, নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগর, দেবীপুর, হাসাডাঙ্গা এবং হাওড়ায় সাময়িক ভাবে তবলীগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আহ্‌মদী আঞ্জোমন সমূহের কার্য্যকলাপ, আনসারুল্লাহ্‌ ও খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়ার কার্য্য পরিদর্শন করেন। আলোচ্য বৎসর তিনি তাঁহার ও তাঁহার মাননীয়া মাতার অসুস্থতা নিবন্ধন প্রায় ৪ মাস ছুটিতে ছিলেন।

(গ) মৌলবী আজীজ উদ্দিন সাহেব দুঃখের বিষয় অধিকাংশ সময় অসুস্থ ও তজ্জন্য ছুটীতে কাটান। এইরূপ অবস্থায়ও যখনই তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে করিতেন, তখনই সেলসেলার কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর, ভাদুঘর, ঘাটুরা প্রভৃতি স্থানের বাৎসরিক জলসায় যোগদান করিয়া তিনি বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত কিছুকাল মুর্শিদাবাদ জেলায় বিরামপুর ও ভরতপুরের এলাকায় তবলীগ করেন। †

(ঘ) মৌলবী মোহাম্মদ সায়ীদ সাহেব নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগর, দেবীপুর, হাসাডাঙ্গা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে তবলীগ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

(ঙ) এতদ্ব্যতীত মৌলবী ছৈয়দ সায়ীদ আহ্‌মদ সাহেব ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া জেলা-অঞ্জোমনের অধীন বিভিন্ন স্থানীয় আঞ্জোমনের চাঁদা সংক্রান্ত ব্যাপারে সাময়িক ভাবে কিছুকাল উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছেন।

(চ) উপরোল্লিখিত কর্ম্মীগণ ব্যতীত আমাদের মাননীয় আমীর খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী সাহেব এম-এ, বি-টী বঙ্গীয় আহ্‌মদী সম্প্রদায়কে সুশৃঙ্খল করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন আঞ্জোমন সমূহের কার্য্য পরিদর্শন উপলক্ষে গমন করেন এবং স্থানীয় লোকদের মধ্যে সজীবতা আনয়ন করেন। তাঁহার উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালার বিভিন্ন জমাতে অনেক ভ্রাতা তবলীগ কার্য্যে অধিকতর আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। جزاهم الله احسن الجزاء

সভা-সমিতি :—(ক) আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে ১৯৩৮ ইং সনের ৪ঠা ও ৫ই অক্টোবর তারিখ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে

---

* বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জামনে আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক পরামর্শ সভায় মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, বি-এ, যে রিপোর্ট পাঠ করেন তাহাই সংক্ষিপ্ত আকারে সকলের অবগতির জন্য "আহ্‌মদীতে" প্রকাশ করা গেল ; —সঃ, আঃ।

† এই রিপোর্ট মুদ্রিত হইবার সময় আমরা জানিতে পারিলাম যে, আমাদের সুযোগ্য, কর্ম্মশীল, ধর্ম্মপরায়ণ ও ধর্ম্ম-পিপাসু ভ্রাতা ইহধাম ত্যাগ করিয়া খোদাতা'লার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন—

ان لله وان اليه راجعون

আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক মশবেরা কমিটির অধিবেশন হয় এবং ৬।৭ই অক্টোবর নিখিল বঙ্গীয় আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্সের দ্বাবিংশ অধিবেশন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া "মসজিদোল-মাহ্‌দীর" প্রাঙ্গনে মহা-সমারোহে সম্পন্ন হয়। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত আহ্‌মদী ভ্রাতৃ ও ভগিনীবৃন্দ ব্যতীত কাদিয়ান সদর আঞ্জোমন হইতে ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন ও আফ্রিকার মিশনারী আল্‌হজ্ব মৌলানা আবদুর রহিম নাইয়ার, বি-ফিল এবং ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন মিশনারী মৌলানা মোহাম্মদ ইয়ার মৌলবী ফাজেল আমাদের এই কন্‌ফারেন্সে যোগদান করেন।

(খ) ইহা ছাড়া বগুড়া টাউন হলে, ব্রাহ্মন বাড়ীয়া সবডিভিসনের অন্তর্গত আহ্‌মদী-পাড়া, তারুয়া, ভাদুঘর, দেবগ্রাম, ঘাটুরা, কিশোরগঞ্জ মহকোমার অন্তর্গত বাজিতপুর, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত গাইবান্ধা, শামপুর, ও সাহাবাজপুর, জলপাইগুড়ী জেলার অন্তর্গত বেলাকুবায়, নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবীপুরে তবলীগী মিটিং করা হয়। এই সমস্ত স্থানের কোন কোন মিটিংএ মোবাল্লেগগণ এবং কোন কোন মিটংএ কেবল বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের আমীর মহোদয় এবং কোন কোন মিটিং-এ উভয়েই যোগদান করিয়াছেন।

(গ) এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কিশোরগঞ্জ মহকোমার অন্তর্গত বীরপাইকশা বালিকা বিদ্যালয় মক্তবের শিক্ষয়িত্রী আমাদের অন্যতম ভগিনী মোসাম্মত আইয়ুবন্নেছা খাতুন সাহেবা তাঁহার নিজ বাড়ীতে এক সভার আয়োজন করেন। ইহাতে স্থানীয় গয়র-আহ্‌মদী মহিলা বৃন্দ যোগদান করিলে তিনি তাঁহাদিগকে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সত্যতার নিদর্শনাদি বর্ণনা করিয়া তবলীগ করেন। বঙ্গীয় আহ্‌মদী বোনদের জন্য ইহা বাস্তবিকই অনুকরণীয়।

(ঘ) উক্ত তবলীগ সভা ব্যতীত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা আঞ্জোমনের অধীনস্থ বিভিন্ন স্থানীয় আঞ্জোমন সমূহের কর্ম্ম-কর্ত্তাদের সহিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের আমীর মহোদয়ের সমুপস্থিতিতে এক সভার অনুষ্ঠান হয় যাহাতে "মস্‌জিদুল-মাহ্‌দীর" চাঁদা আদায় করা হয় এবং নিখিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার দ্বাবিংশ অধিবেশন ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়।

আন্‌-সারুল্লাহ ঃ—আলোচ্য সনে ঢাকা আন্‌-সারুল্লাহ্‌ সমিতির তত্ত্বাবধানে কতকগুলি সাপ্তাহিক মিটিং করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অন্তর্গত ভাদুঘর, কুরুয়া ও আহ্‌মদী পাড়ার আন্‌সারুল্লাহর মেম্বারগণ স্ব স্ব স্থানে এবং কখন কখন স্থানান্তরে যাইয়া তবলীগ করিয়াছেন।

নবী দিবস ঃ—মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (সাঃ) জীবন-চরিত আলোচনা করিবার জন্য নিখিল আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ ইং ধার্য্য হইয়াছিল। উক্ত দিবসে ঢাকা, বাকুড়া, বগুড়া, আহ্‌মদী পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ইত্যাদি স্থানে মিটিং করা হয় এবং স্থানীয় হিন্দু মোসলমান ভ্রাতাগণ তাহাতে যোগদান করেন ও হজরত রসুলে করিমের (সাঃ) পবিত্র জীবনীর ঘটনাবলী সম্বন্ধে আলোচনা ও জ্ঞানলাভ করেন।

তবলীগ দিবস ঃ—আলোচ্য বৎসরে নিখিল আহ্‌মদীয়া সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ১৯৩৮ ইং সনের ১৬ই অক্টোবর মোসলমানদের জন্য তবলীগ দিবস ধার্য্য করা হয়। উক্ত দিবসে সকল আহ্‌মদী ভাই-বোনকে নিজ নিজ স্থানে তবলীগ করিবার জন্য উৎসাহিত করা হয়। খোদাতা'লার ফজলে বঙ্গদেশেও আহ্‌মদীগণ ঐ "তবলীগ দিবসে" নিজ নিজ স্থানে তবলীগ কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হন এবং মিটিংএর যোগে, হেণ্ডবিল্‌ ও পুস্তিকাদি বিতরণ করিয়া এবং ব্যক্তিগত ভাবে লোকদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া হজরত মসিহ্‌ মাউদের (সাঃ) সত্যতা প্রচার করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী করুন—আমীন! তবলীগ দিবসে অন্যান্য যে সকল জমাত সোৎসাহে কার্য্য করিয়াছে তন্মধ্যে বগুড়া, বাঁকুড়া, রাজসাহী, ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার অন্তর্গত আহ্‌মদী-পাড়া, ও কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত তাতারকান্দি উল্লেখ-যোগ্য।

তাহরীক-জদীদ মিটিং ঃ—হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌ সানির (আইঃ) নির্দ্দেশ অনুযায়ী বঙ্গদেশে বিভিন্ন আহ্‌মদী জমাতের মেম্বারগণ তাহরীকে-জদীদের সভার আয়োজন করেন এবং তাহাতে ১৯টি মোতালেবা বিষয়ে অধিকতর বদ্ধপরিকর হইবার জন্য আহ্‌মদী স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে সকলকেই উৎসাহিত করা হয়। তন্মেধ্যে ঢাকা, বাকুড়া, বগুড়া, ও রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত শ্যামপুর, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বিরামপুর এবং ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার অন্তর্গত ভাদুঘর, দেবগ্রাম-খরমপুর এবং কুরুয়া উল্লেখযোগ্য।

পেলেষ্টাইন সভা ঃ—আমাদের ভূতপূর্ব্ব পেলেষ্টাইনের মিশনারী মৌলানা মোহাম্মদ সলীম সাহেব, মৌলবী-ফাজেল বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং এই সময় ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া লোকনাথ

টেঙ্কের পাড়ে ১৯৩৯ ইং ২১ শে ফেব্রুয়ারী এবং ঢাকায় ৫ই মার্চ্চ জগন্নাথ ইণ্টার মিডিয়েট কলেজের প্রাঙ্গনে মহতী সভার আয়োজন করা হয় এবং আমাদের সুযোগ্য মিশনারী "পেলেষ্টাইনের সমস্যা ও দুঃখ এবং তাহার প্রতিকার" বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান, কারেন।

খেলাফত জুবীলি ফাণ্ড :—আহ্‌মদী সেলসেলার সুফলপূর্ণ ৫০ বৎসর অতিক্রম হওয়া উপলক্ষে এবং সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান খলিফা হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহর (আইঃ) পবিত্র জীবনের ৫০ বৎসর এবং তাঁহার সাফল্য-মণ্ডিত খেলাফতের পূর্ণ ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার ফলে খোদাতা'লার নিকট কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ সমগ্র আহ্‌মদী জমাত কর্ত্তৃক যে জুবিলী উৎসবের প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহাতে সাড়া দিয়া বঙ্গদেশের আহ্‌মদী-বৃন্দ তাহাদের একমাসের আয়ের পরিমাণ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান ১৯৩৯ ইং সনের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত মং ৩০৬২॥০৬ পাই আদায় করিয়াছেন। কিন্তু এখনো এমন বন্ধু রহিয়াছেন যাঁহারা এখনো তাঁহাদের প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করেন নাই! আশা করি তাঁহারা আগামী নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত তাহা আদায় করিয়া খোদাতা'লার ফজল লাভ করিবেন।

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া :—(১) আলোচ্য বৎসরে হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) আদেশানুক্রমে আমাদের অন্যতম ভ্রাতা মৌলবী ছৈয়দ সায়ীদ আহ্‌মদ সাহেব ব্রাহ্মনবাড়ীয়া সর্ব্বপ্রথম খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়ার সূচনা করেন।

এই নূতন সমিতির উদ্যমে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলে তবলীগ কার্য্য ব্যতীত বিধবা ও দরিদ্রদিগকে সাহায্য প্রদান, রাস্তা পরিস্কার, পুষ্করিণী পরিস্কার, সেতু বন্ধন, পারিশ্রমিক ব্যতীত জমী কর্ষণ, যাত্রীসহ জলমগ্ন নৌকার উদ্ধার, কোরাণ শিক্ষা, উর্দ্দু শিক্ষা ইত্যাদি বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে।

(২) অতঃপর ভাদুঘর, করুল্লা, ও দেবগ্রামে খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়া কায়েম হয় এবং সমিতির উল্লিখিতরূপ কার্য্য সম্পাদনে যত্নবান হয়।

পদব্রজে তবলীগ টুর :—পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর সাহেবের উৎসাহে ঢাকা আন্‌-সারুল্লাহ্‌ সমিতির মেম্বারদের মধ্য হইতে মাষ্টার আহছান উল্লাহ্‌ চৌধুরী, মাষ্টার মির্জা আলী আখন্দ, এবং মাষ্টার মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ১৯৩৯ ইং সনের মার্চ্চ মাসে ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া মহকুমায় পদব্রজে টুর করিয়া তবলীগ করিবার জন্য ঢাকা হইতে রওয়ানা হন। অতঃপর ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার অন্তর্গত সদাগর-পাড়া হইতে মুন্সি আবদুল বারী সাহেব, ঘাটুরা হইতে মিঞা মোহাম্মদ ইস্‌হাক লস্কর, তারুয়া হইতে মৌলবী আহ্‌মদ আলী সাহেব, করুল্লা হইতে মুন্সি আফছর উদ্দিন ও মিঞা আবদুর রাহমান সাহেবগণ এইরূপ তবলীগ কার্য্যে যোগদান করেন। তাঁহারা তারুয়া গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, করুল্লা, দেবগ্রাম, মোগড়া, গোপীনাথপুর, কমলা সাগর, সাহ্‌পুর, বাসারুক, নবীনগর ও রতনপুরের এলাকায় তবলীগ টুর করিয়া সফলতার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্থানীয় আমীর মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদিম সাহেব, বি-এল, তাঁহাদের সহিত গোপীনাথপুর হইতে সাহাপুর পর্য্যন্ত পদব্রজে টুর করেন ও তবলীগ কার্য্যে নিজকে নিয়োজিত রাখেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত পুরস্কৃত করুন—আমীন!

রেকাবী বাজারে তবলীগ :—স্থানীয় গয়র-আহ্‌মদীদের উত্তেজনায় রেকাবী বাজার গ্রামে আমাদের জনৈক আহ্‌মদী ভ্রাতা ডাঃ নূরহুসেন সাহেবের বিরুদ্ধে এক মহতী সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় ঢাকার ইস্‌লামিক Intermediate কলেজের অধ্যাপক মৌলবী মোহাম্মদ ইস্‌হাক সাহেব ও ঢাকার অন্যান্য কতিপয় মৌলবী সাহেব উক্ত মিটিংএ আহমদীয়তের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে উপস্থিত হন। ডাক্তার নূর হুসেন সাহেবের সাহায্যার্থে মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী ও মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব গমন করেন, বিরুদ্ধবাদীদের মিটিংএ হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা ও মিথ্যা কথার উল্লেখ করিলে ইহার উত্তর দিবার জন্য আহমদী প্রচারকগণ উপস্থিত হইলে সভার প্রেসিডেণ্ট মৌলবী মোহাম্মদ ইস্‌হাক সাহেব ও তাঁহার সঙ্গীগণ স্থানীয় লোকদের অনুরোধ সত্ত্বেও সময় দিতে প্রস্তুত হইলেন না। তাহারা হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) প্রতি গালিগালাজ করিয়া ঐ দিনই চলিয়া আসে। মৌলবী মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব কোন বিশেষ কাজ উপলক্ষে কলিকাতা চলিয়া যান। সেখানে মোটরের চাপে পড়িয়া বোকের ও শরীরের অন্যান্য স্থানের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। অঃতপর তিনি কলিকাতা হাস্‌পাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুই সপ্তাহও অতিক্রম হইতে পারে নাই যে তিনি তাহার পাপের সাজা কতক এ জগতেই পাইলেন।

ان بطش ربک لشدید

পুস্তক ও হেণ্ড বিল :—তবলীগ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয় :—

(ক) কিস্তিয়ে নূহ বঙ্গানুবাদ—১০০০ কপি

(খ) আল-অসিয়ত বঙ্গানুবাদ—২০০০ কপি

এবং জুবিলী ফাণ্ডের তাহ্‌রীকের জন্য—

(গ) 'জুবিলী ফাণ্ড'--১০০০ কপি—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া—

(ঘ) 'মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)'—১০০০ কপি মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া তাহ্‌রীক-জদীদ উপলক্ষে উৎসর্গ করা হয়।

(ঙ) 'হে ভারত আনন্দিত হও' এবং

(চ) 'ইস্‌লাম ও সাম্যবাদ' বাকুড়া নিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

(ছ) 'ইস্‌লাম ও তবলীগ' আমাদের ভূতপূর্ব্ব বার্লিন মিশনারী খান সাহেব আল্‌হজ্‌ মৌলবী মোবারেক আলী, বি-এ, বি-টি (বগুড়া) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

নূতন পুস্তক :—বিগত মজলিসে শুরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৌলবী রুহুল আমীন সাহেবের পুস্তকের খণ্ডন লিখিতে মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেবকে অন্যান্য কাজ হইতে অপসারিত করিয়া ইহার কার্য্যে নিয়োজিত করা হয়। তিনি খোদাতালার অপার অনুগ্রহে অদম্য উৎসাহে প্রস্তাবিত পুস্তক লিখিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর সাহেবের উপদেশ অনুযায়ী আমিও ইহার কতক অংশ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। খোদার ফজলে সিলসিলার প্রকাশিত বিরুদ্ধবাদীদের উত্তরে যে সমস্ত পুস্তকাদি এপর্য্যন্ত লিখা হইয়াছে ইহার প্রায় সকলই আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছে এবং আমি বলিতে পারি যে, আজ পর্য্যন্ত এইরূপ যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ইহা তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

পত্রিকাদি :—(ক) তবলীগের আমাদের আর এক সহায় 'আহ্‌মদী' পত্রিকা। বর্ত্তমানে ইহা পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হইতেছে।

(খ) ইহা ছাড়া সাপ্তাহিক 'সান-রাইজ'

(গ) 'রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন্স', আমাদের তবলীগ কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। এই দুইটি পত্রিকার বিভিন্ন কপি বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়।

বয়াত ও আঞ্জোমন :—খোদাতালার ফজলে বিভিন্ন স্থানে নূতন লোক বয়েত করিয়াছেন এবং আলোচা সনে বাসারুক ও খরগবাজারে নূতন আঞ্জোমন ঘটিত হইয়াছে।

তালিম-তরবীয়ত :—(১) (ক) বিগত রমজান মাসে ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া ও করুরা আঞ্জোমনে মৌলবী জিল্লুর রাহ্‌মান সাহেব কোরাণ শরীফের দরস দিয়াছেন। এই সময় ব্যতীত অন্য সময়েও তিনি কোরান ও হাদিস শরীফের এবং হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) পুস্তকের দরস্‌ দিয়াছেন।

(খ) মৌলবী মোজাফরউদ্দিন চৌধুরী, বি-এ, ঢাকা, ও দেবগ্রামে, কোরান শরীফের দরস দিয়াছেন। ঢাকায় কখন কখন হাদিস ও হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) পুস্তকের দরস দিয়াছেন।

(গ) মৌলবী আজীজ উদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ভাতুঘর, ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বিরামপুর গ্রামে দরস দিয়াছেন, এবং

(ঘ) মৌলবী মোহাম্মদ সয়ীদ সাহেব দেবীপুর ও হাসডাঙ্গায় কখন কখন দরস দিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে দুই জনকে কর্জ্জ হাসানা দেওয়া হয়। একজন সম্পূর্ণ আদায় করিয়াছেন এবং অপর জনের পক্ষ হইতে অতি সত্বরই তাহা আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে।

করুরা, ঢাকা, কৃষ্ণনগর, ময়মনসিংহ, তারুয়া, ভাতুঘর এবং যশোহরের কোন কোন দরিদ্র ভ্রাতাকে সাহায্য দান করা হইয়াছে।

চাঁদা :—সাধারণ চাঁদা রীতিমত আদায়ের জন্য 'তাহ্‌রীকে-জদীদের চাঁদা আদায়ের জন্য, কাদিয়ানের জলসার চাঁদায় যেন সকল ভাই-বোন যোগদান করিতে পারেন তজ্জন্য সময় সময় আবেদন করা হইয়াছে, পৃথক চিঠি লিখা হইয়াছে, সুযোগমত মোবাল্লেগগণ দ্বারা মিটিং করিয়া বা ব্যক্তিগত ভাবে চাঁদা রীতিমত আদায় করিতে আহ্‌মদীগণকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। বিভিন্ন আঞ্জোমনের হিসাব পরিদর্শন করা হইয়াছে। আমাদের এইরূপ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ফলে বাৎসরিক মোট আয় বিগত বৎসর হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত তিন বৎসরের আয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বিস্তারিত আয়-ব্যয়ের হিসাব ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

(১)

আয়

বিষয় ;	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
(ক) সাধারণ চাঁদা :—			
(১) অসিয়ত	১৯২৪৶৬ পাই	৪৪৫৪৶৩ পাই	২৬৫২ ৻৯ পাই
(২) মাসিক চাঁদা, জাকাত, সদকা ও এশায়াতে ইস্‌লাম	১৭৭২৸৵৯ „	২৪১১৷৶১২ „	২৫৭০৷৷৩ „
(খ) বিশেষ চাঁদা :—			
তাহ্‌রিকে-জদীদ, কাশমীর ফাণ্ড, জুবিলী ফাণ্ড ইত্যাদি	১৫৭১৸৶৩ „	১৬০০৷৷৶৬ „	২৯৭৩৷৷৵৯ „
(গ) স্থানীয় চাঁদা :—			
বিভিন্ন বিষয়ে	১৫১৮৵৬ „	১১৯২৸৶১২	১৭৮৯৶৯ „
মোট :—	৬৭৮৭৲	৯৮৫৯৶০	৯৯৮৫৷৶৬ পাই
বিগত বৎসরের (১৯৩৭-৩৮ইং) তহবিল—			৪৫১৷৯ „
			সর্ব্বমোট—মং ১০৪ ৬৷৷৶৩ পাই

(২)

ব্যয়

বিষয় ;	১৯৩৬—৩৭	১৯৩৭—৩৮	১৯৩৮-৩৯
(ক) ও (খ) :—			
কাদিয়ান সদর আঞ্জোমনে প্রেরিত মোট—	৩২৩০৷০	৬৫৭৮৷৶০	৬৪৪৭৸৶৩ পাই
(গ) স্থানীয় :—			
বিভিন্ন বিষয়ে খরচ :—	৩২৫১৷৷৶০	৩৫২৮৷৷৵৪½ পাই	৪১৮২৶৬ „
মোট—	৬৪৮১৸৶০	১০১০৭ ৻৪½	১০৬৩০ ৻৯ পাই
		সর্ব্বমোট আয় ও বিগত বৎসরের তহ্‌বীল —১০৪৩৬৷৷৶৩	„

মোট কর্জ্জ—১৯৩৷৵৬ পাই

(একশত তিরানব্বই টাকা পাঁচ আনা ছয় পাই)

দাতব্য চিকিৎসালয় :— উল্লিখিত কার্য্যাদির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে ঢাকায় দাতব্য চিকিৎসালয় চলিতেছে। খোদাতালার ফজলে অনেক লোক ইহা হইতে উপকৃত হইতেছে। আল্‌-হামদুলিল্লাহ্‌।

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তকদীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন .....এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজা' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহমদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন:—

'ম্যানেজার, আহমদী কার্য্যালয়,' ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)

মিনা কৃমি-নাশক

কৃমির কারণে শিশুদের (জ্বরে) জ্বরবিকার হয়, মূর্চ্ছা যায়। এমন ব্যাধি নাই যাহা কৃমি হইতে না হয়। অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, অতিক্ষুধা, খেন্-খেনানী ও রাগী ভাব ইত্যাদি বহু কুলক্ষণ শিশুদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। উক্ত কৃমি-নাশক ঔষধ সেবনে কৃমি মলের সহিত বাহির হইয়া যায় এবং স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। মূল্য ৫ ডজন ৷৵৹

ঠিকানা—এম, এস, রহমান
১৫নং বকসীবাজার রোড, ঢাকা।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা			মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম			"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম			"	৪৲
সিকি কলম			"	২৷৹
কভার পৃষ্ঠা—২য়	পূর্ণ	পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" "	অর্দ্ধ	"	"	১২৲
" "	৩য় পূর্ণ	"	"	২০৲
" "	অর্দ্ধ	"	"	১২৲
" "	৪র্থ পূর্ণ	"	"	৩০৲
" "	অর্দ্ধ	"	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহমদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মলপাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহমদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	12 *as.*
(Paper bound ...	8 *as.*
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।৹
আহমদীয়া মতবাদ ...	।৹
ইযামুজ্জমান ...	৶৹
আহমদ চরিত ...	।৹
চশমায়ে মসিহ ...	।৹
হুজ্জাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।৹
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৶৹
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৵৹
অস্পৃশ্যজাতি ও ইসলাম ...	৴১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৴১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৴৫
আমালেসালেহ (উর্দ্দু) ...	৸৹

দ্রষ্টব্য—এজেন্টের জন্য শতকরা ২৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহমদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).